প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৫ ❖ ১০ - ৬ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ঈদুল আযহা ও কোরবানি

কোরবানি মানবতার মহান শিক্ষা

ঈদুল আযহা: ত্যাগের মহান ব্রতে পূর্ণ নিবেদনের আহ্বান

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

জেরোম সরকার
জন্ম : ৩০ আগস্ট, ১৯৩৫
মৃত্যু : ২২ জুলাই, ২০১৭
স্ত্রী : মারীয়া সরকার (প্রয়াত)
পিতা : জন সরকার (প্রয়াত)
মাতা : আন্না অপর্ণা সরকার (প্রয়াত)

Our **H**ero
You held our hands when we were small
You caught us when we fell
You're the **H**ero of our childhood
And our later years as well

And every time we think of you
Our **H**earts still fill with **Pride**
Though we'll always miss you **Papa**
We know you're by our sides

In laughter and in sorrow
In sunshine and through rain
We know you're watching over us
Until we meet again.

কর্মজীবন এবং যে সকল সংস্থা/সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন:

- তদানীন্তন Glaxo Pharmaceutical Company - তে চাকুরী জীবনের শুরু।
- স্বাধীনতার কিছুদিন পর RDRS এ যোগদান করেন। দিনাজপুর এবং রংপুরে কর্মরত ছিলেন অনেক দিন। শেষ বছরগুলোতে ঢাকাতে প্রধান কার্যালয়ে REDU (Research, Evaluation & Documentation Unit) এ কাজ করেন। চূড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণ করেন 'উপদেষ্টা' হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায়।
- লক্ষীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশ গির্জার ছোটদের LEGION OF MARY এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনেক বছর। পালকীয় পরিষদের সদস্যও ছিলেন দীর্ঘ সময়।
- কারিতাস বাংলাদেশের GB এবং EB এর সদস্য ছিলেন বেশ কয়েক বছর।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি এর ফাউন্ডার সদস্যদের একজন / দ্বিতীয় (১৯৭০-৭১) ও তৃতীয় (১৯৭১-৭৩) প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ঢাকাতে এক সময় একজন ডিরেক্টর এবং ক্রেডিট কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন।
- Wari Christian Cemetery এর Secretary হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন প্রায় ১৫ বছর।
- ঠাকুরগাঁতে কর্মরত অবস্থায় অনেক আদিবাসীর কর্মসংস্থান করেছেন এবং তাদের কয়েকজনকে নিয়ে গির্জার গানের দল গঠন এবং পরিচালনা করেন।
- তিনি একজন সংগীত অনুরাগী ছিলেন, লক্ষীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশের গির্জার ইংরেজী গানের দলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের সহযোগী হিসাবে সব সময় অংশগ্রহণ করেছেন।
- অবসর গ্রহণ করার পর কিছুদিন তিনি Missionaries of Charity (MC) এবং RNDM - এর ASPIRANT এবং NOVICE - দের মৌখিক ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্বও পালন করেন।
- বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন ইংরেজী দৈনিক The Daily Star, সাপ্তাহিক Dhaka Courier - এ এক সময় লেখালেখি করতেন।

কয়েক বছর আগে, আমেরিকান লেখক David Beckmann এর লেখা বই Exodus from Hunger: We are called to change the Politics of Hunger-এ ছাপানোর জন্য JEROME SARKAR কে নিজের জীবন সম্পর্কে একটা লেখা পাঠাতে বলেন। পরে লেখাটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। সেই লেখাটির অংশবিশেষ নিচে মুদ্রণ করা হলো যা JEROME SARKAR এর জীবন সম্পর্কে ধারণার প্রতিফলক:

"I started my life in poverty and now, though not a moneyed man, I am contented. I have been enriched by life's experiences through thick and thin. Faith in my Creator, courage to accept help from friends, and a growing sense of responsibility toward others have led me to meaningful living and satisfaction.

Looking back, I offer these observations:

a. Poverty is not a curse. Poverty brings us closer to Almighty God. Bangladesh is home to millions of poor people and the poor know that God is with them, Who else do they need?
b. Friendship between the wealthy and the poor can benefit both. The wealthy can help the less fortunate better their living condition and, in the process, find meaning as a worker in God's plan.
c. Bangladesh was known by the whole world as the poorest of the poor. Despite many flaws even today, Bangladesh has made tremendous strides toward development over the years.
d. The United States was always considered the most powerful and wealthy nation. Americans always had their say about the poverty, backwardness, and rights conditions in other countries. Nobody ever dared to talk about them. Interestingly, today, even in Bangladesh, conscious groups talk about poverty in America, human rights violation by Americans, and under development in certain sections of the American community. Yet the process of introspection has started, and some Americans are taking steps to veer the ship to the right direction for the U.S.A. and the globe at large."

সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনদের প্রতি আমাদের পাপা/দাদা/নানার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনার অনুরোধ রাখছি। আমাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন, আমরা যেন তাঁর গড়া পরিবারের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারি।

কৃতজ্ঞতায়,
জন-বেবী, কৃপা, তীর্থ এবং অর্ঘ্য
ফিলিপ-জয়া, এলেন এবং এঞ্জেলা
মালা-মিঠু এবং আর্থার

বিজ্ঞ/১৯৭/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ২৫
১০ - ১৬ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৬ আষাঢ় - ১ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পশুত্ব ত্যাগে সহভাগিতার আনন্দে পবিত্র ঈদুল আযহার প্রেরণা ছড়িয়ে পড়ুক

করোনার প্রকোপে বিগত দুটি বছর স্বাভাবিক ধারায় মুসলিম ধর্মীয় আনন্দোৎসব পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হতে পারেনি। অনেকের মনেই কষ্ট ছিল। কিন্তু জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিয়ন্ত্রিত ও সংযমী হয়ে উৎসব হয়েছিল। তবে প্রত্যাশা ছিল করোনার প্রভাব কমে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হলে উৎসব করবো সকলে মিলে। সৃষ্টিকর্তা এবার সে সুযোগটি হয়তো আমাদের দিতে যাচ্ছেন। করোনার বিস্তার কিছুদিন স্থিতিশীল থাকলেও এখন কিছুটা উর্ধ্বমুখী। সঙ্গতকারণে যথার্থ সতর্কতা বজায় রেখেই আনন্দ করতে হবে। যথেচ্ছাচার না করেও আমরা যথার্থ ও যথেষ্ট আনন্দ করতে পারি।

এবারে পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হবে ১০ জুলাই। ঈদুল আযহা অনেকেরই কাছে কোরবানির ঈদ নামে পরিচিত। কোরবানির ঈদ পালনের জন্য ইতোমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। শহর, গ্রামে-গঞ্জে গরু-ছাগলের হাটগুলো বসতে শুরু করছে। চলাচলের অসুবিধা হবে জেনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষরা কোরবানির পশু পাবার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে দিয়েছেন। হয়তো বা জনসংখ্যার অনুপাতে তা যথেষ্ট নয়। তাইতো ব্যবসায়ীরা চলাচলকারী প্রধান প্রধান কিছু সড়ক-মহাসড়কেও পসরা সাজিয়ে রেখেছে। কিছু মানুষের জন্য পশু সহজলভ্য করতে গিয়ে বাসা ও বাড়ি ফিরতে ইচ্ছুক হাজার হাজার মানুষকে বিড়ম্বনায় ফেলে কষ্ট দিচ্ছে, সময় নষ্ট করছে। কোরবানির ঈদে সামর্থ্য অনুযায়ী পশু বলি দিতে হবে ঠিকই কিন্তু অন্যকে কষ্ট বা দুঃখ দিয়ে নয়। কেননা কোরবানি দেবার মূল উদ্দেশ্য হলো - সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে নিবেদন করা এবং বাধ্য থাকা। ইতিহাস থেকে আমরা জানি, মহান আল্লাহ প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহিমকে (আব্রাহাম) তার প্রিয়কে নিবেদন করার আদেশ দেন। ইব্রাহিম বুঝতে পারলেন, তার সবচেয়ে প্রিয় অর্থাৎ পুত্র ইসমাইলকে (ইসায়াক) চাচ্ছেন ঈশ্বর। নিজের থেকে প্রিয় সন্তানকে উৎসর্গ করা কতটা কষ্টের তা একজন পিতা বুঝতে পারেন। ইব্রাহিম আল্লাহর প্রতি এতই অনুগত ছিলেন যে, তিনি তার নিজ পুত্রকে কোরবানি দিতে প্রস্তুত হন। সন্তানকে নিয়ে এগিয়ে চলেন আল্লাহর ইচ্ছা পালন করতে। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর প্রিয় ইব্রাহিমের বাধ্যতায় ও আত্ম-সমর্পণে প্রীত হয়ে তার পুত্রকে রক্ষা করেন এবং কোরবানির জন্য পশু যুগিয়ে দেন। এমনিভাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছা পালন করে ইব্রাহিম সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করেছিলেন। আমাদের পশু কোরবানি যেন আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি আননয় করতে ও নৈকট্য লাভ করতে সহায়তা করে। তাই আমাদের কোরবানির উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ হতে হবে এবং তাতে ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ করতে হবে। নিজেকে প্রদর্শন ইচ্ছা ও অহঙ্কারমুক্ত হতে হবে।

কোরবানির ঈদ পালনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা করছে বন্যার ভয়াবহতা। বিশেষভাবে সিলেট ও রংপুর বিভাগের কিছু অঞ্চলে বন্যার প্লাবন ও প্রকোপে জন-জীবন বিপর্যস্ত। অনেকে হয়েছে গৃহ ও কর্মহারা। হারিয়েছে সহায়-সম্পদ সবকিছু। ঘরে নেই খাবার বা পানীয়। এমনিতর অবস্থায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। কিন্তু সে সাথে সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু একা বা নিজ পরিবার নিয়েই আনন্দে মেতে উঠবো তা নয়। সকলকে নিয়েই আনন্দ করার চেষ্টা করি। সৃষ্টিকর্তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে তাঁর দেয়া দান অন্যের সাথে সহভাগিতা করতে পারি এই আনন্দের ঈদে। ঈদের আনন্দ অনেক বেড়ে যাবে যখন সামান্য একটু ত্যাগস্বীকার করে বানভাসি একটি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারি। সহভাগিতার মধ্য দিয়ে ঈদ আনন্দের হয়ে ওঠুক।

পশু কোরবানির সাথে সাথে যেন নিজ নিজ মনের পশুত্বকে যথা হিংসা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, ভোগ-বিলাসিতা, মন্দ বাসনা, অন্যের অনিষ্ট কামনা, ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ, গুজব রটনা, প্রাধান্য ও আমিত্ববাদ ইত্যাদিকে কোরবানি দিতে পারি। মনের পশুকে বধ করতে পারলেই শিক্ষকরা লাঞ্ছিত-নির্যাতিত বা আহত-নিহত হবেন না। কোরবানির মধ্যদিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করি। তবে মনে রাখতে হবে, মানুষকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব নয়। তাই মানুষের মঙ্গল করার মধ্যদিয়েই সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করি। মানুষের মঙ্গল করা থেকে যা আমাদেরকে নিবৃত্ত করে তা পশুত্বের মনোভাব। অর্থাৎ আমাদের মধ্যকার স্বার্থপরতা, রেষারেষি, হানাহানি, মারামারি, রাগারাগি, চেচামেচি, জোর-জবরদস্তি, ক্ষমতার দাপট ইত্যাদিকে কোরবানি দিয়ে ঈদুল আযহার প্রেরণা ছড়িয়ে দিই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে। সবাইকে ঈদ মোবারক। †

তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। **(লুক ১০:২৭)**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

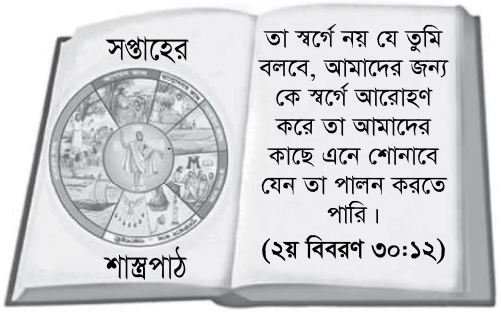

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১০ - ১৬ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১০ জুলাই, রবিবার
২ বিব ৩০: ১০-১৪, সাম ৬৯: ১৩, ২৯-৩০, ৩২-৩৩, ৩৫-৩৬, কলসীয় ১: ১৫-২০, লুক ১০: ২৫-৩৭

১১ জুলাই, সোমবার
সাধু বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ, স্মরণদিবস
ইসা ১: ১০-১৮, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মথি ১০: ৩৪--১১: ১

১২ জুলাই, মঙ্গলবার
ইসা ৭: ১-৯, সাম ৪৮: ১-৭, মথি ১১: ২০-২৪

১৩ জুলাই, বুধবার
সাধু হেনরী
ইসা ১০: ৫-৭, ১৩-১৭, সাম ৯৪: ৫-১০, ১৪-১৫, মথি ১১: ২৫-২৭

১৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার
ইসা ২৬: ৭-৯, ১২, ১৬-১৯, সাম ১০২: ১২-২০, মথি ১১: ২৮-৩০

১৫ জুলাই, শুক্রবার
সাধু বোনাভেঞ্চার, বিশপ ও আচার্য, স্মরণদিবস
ইসা ৩৮: ১-৬, ২১-২২, ৭-৮, গীতিকা হেজে ৩৮: ১০-১২, ১৬, মথি ১২: ১-৮
অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
এফে ৩: ১৪-১৯, সাম ২৩: ১-৬, যোহন ১৪: ৬-১৪

১৬ জুলাই, শনিবার
কার্মেল পর্বতের রাণী মারীয়া
মিখা ২: ১-৫, সাম ১০: ১-৪, ৭-৮, ১৪, মথি ১২: ১৪-২১
অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
জাখা ২: ১৪-১৭, গীতিকা লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ২: ১৫-১৯
(বিকল্প: মথি ১২: ৪৬-৫০)

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৭০ ফাদার মারিও কিওফী এসএক্স(খুলনা)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বেনেডিক্টস্ পিসিপিএ (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফাদার বনিফাস মূর্মূ (দিনাজপুর)

১১ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৭৪ ফাদার জের্ভে লাপিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১২ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ২০১৯ ফাদার পরিমল এফ. পেরেরা সিএসসি (ঢাকা)

১৩ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৯৭ ব্রাদার ফেলিক্স শন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ফাদার চেসারে পেশে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী ভির্জিনিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২০ আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ফাদার পল ডি'রোজারিও [জয়গুরু] (রাজশাহী)

১৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম তেরেজা ডু টি. এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৫ ফাদার আম্পেলিও গাস্পারত্তো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১২ সিস্টার মেরী জো রোজারিও আরএনডিএম (ঢাকা)

১৫ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৮৯ মাদার লিওনিল্লা হেবার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার ডরোথি রোজারিও এলএইচসি (চট্টগ্রাম)

১৬ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৯৭ ফাদার যোসেফ পোয়ারিয়ের সিএসসি
+ ২০০৯ ফাদার জন বার্কমোয়ার সিএসসি
+ ২০১৮ ফাদার জ্যোতি গমেজ (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী সিসিলিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

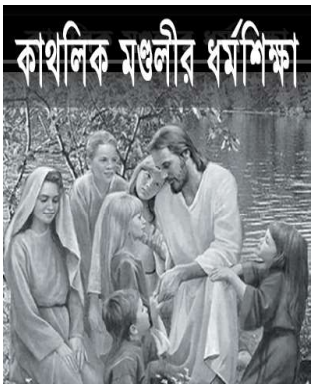

১৩৯৩: পবিত্র মিলনপ্রসাদ আমাদেরকে পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। পবিত্র মিলনপ্রসাদে আমরা খ্রীষ্টের যে-দেহ গ্রহণ করি তা "আমাদের জন্য সমর্পিত" হয়েছে, এবং যে-রক্ত আমরা পান করি তা "অনেকের পাপমোচনের জন্য পাতিত"। এই কারণে, একই সঙ্গে অতীত পাপসমূহ থেকে আমাদের পরিশুদ্ধ না ক'রে এবং ভবিষ্যৎ পাপ সমূহ থেকে আমাদের রক্ষা না করে, খ্রীষ্টপ্রসাদ আমাদের খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে না:

যতবার আমরা এই রুটি গ্রহণ করি এবং এই পাত্র থেকে পান করি, ততবার আমরা প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা করি। আমরা যদি প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা করি, আমরা পাপের ক্ষমা ঘোষণা করি। যতবার তাঁর রক্ত পাতিত হয়, আর তা পাতিত হয় পাপের ক্ষমাদানের জন্যে-তাহলে আমার উচিত সবসময়ই তা গ্রহণ করা, যাতে সবসময়ই আমার পাপ ক্ষমা করা হয়, কারণ আমি সবসময়ই পাপ করি, আমার জন্য প্রতিবিধান সবসময়ই প্রয়োজন।

১৩৯৪: দৈহিক পুষ্টি যেমন আমাদের হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করে, খ্রীষ্টপ্রসাদও তদ্রূপ আমাদের ভ্রাতৃপ্রেমকে শক্তিশালী করে, যা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে; এই জীবন্ত ভ্রাতৃপ্রেম ক্ষুদ্র পাপসমূহকে মুছে ফেলে। খ্রীষ্ট নিজেকে আমাদের দান ক'রে আমাদের ভালবাসাকে পুনর্জীবিত করেন এবং সৃষ্টির প্রতি আমাদের উশৃঙ্খল আসক্তি ছিন্ন করতে ও তাঁর মধ্যে স্থিতমূল হতে আমাদের সক্ষম করেন:

যেহেতু খ্রীষ্ট ভালবাসার খাতিরে আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, বলি উৎসর্গের সময় আমরা যখন তাঁর মৃত্যুর স্মারক-অনুষ্ঠান করি, আমরা প্রার্থনা করি, পবিত্র আত্মার আগমনের দ্বারা আমাদেরকে যেন ভালবাসা প্রদান করা হয়। আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, এই ভালবাসার শক্তিতে, যদ্বারা খ্রীষ্ট চেয়েছেন আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে, আমরা যেন পবিত্র আত্মার দান লাভ ক'রে, আমাদের জন্য জগৎ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছে এবং আমরাও জগতের কাছে ক্রুশবিদ্ধ বলে বিবেচনা করতে পারি...। ভালবাসার দান প্রাপ্ত হয়ে আসুন, আমরা পাপের কাছে মৃত্যুবরণ করি এবং ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকি।

১৩৯৫: খ্রীষ্টপ্রসাদ যে-ভ্রাতৃপ্রেম আমাদের মধ্যে প্রজ্জলিত করে সেই ভ্রাতৃপ্রেম আমাদের ভবিষ্যৎ মারাত্মক পাপসমূহ থেকে রক্ষা করে। আমরা যতবেশী খ্রীষ্টের জীবনের সহভাগিতা করি এবং তাঁর বন্ধুত্বে বৃদ্ধি পাই, মারাত্মক পাপ দ্বারা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ততই বেশী কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। খ্রীষ্টপ্রসাদ মারাত্মক পাপের ক্ষমা দান করে না পুনর্মিলন সংস্কারটিই হচ্ছে তার যথার্থ ব্যবস্থা। খ্রীষ্টপ্রসাদ হচ্ছে যথার্থভাবে তাদেরই সংস্কার যারা খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলনে ঐক্যবদ্ধ।

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলিম ভাই-বোনসহ সকলকে পবিত্র ঈদুল-আযহার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। পবিত্র 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ০৯-১১ জুলাই বন্ধ থাকবে এবং ১২ তারিখে যথারীতি অফিস খোলা থাকবে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পরবর্তী সংখ্যা (সংখ্যা-২৬) ২৪ জুলাই প্রকাশ পাবে।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

রবিবার প্রভুর দিন: খ্রিস্টযাগে যোগ দিন

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

দীক্ষিত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবনে রবিবার দিন হলো উপাসনার দিন। খ্রিস্টীয় উপাসনার প্রধান হলো খ্রিস্টযাগ। যিশুখ্রিস্ট নিজেই শেষ ভোজের *(মথি ২৬: ২৬-২৯; মার্ক ১৪: ২২-২৫)* মাধ্যমে খ্রিস্টযাগ সংস্কার প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞায় *(যাত্রাপুস্তক ২০: ২-১৭; দ্বি. বিবরণ ৫:৬-২১)* রবিবার দিনকে বিশ্রামবার দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইহুদী প্রথায় রবিবার হলো বিশ্রাম ও উপাসনার দিন। পবিত্র নতুন নিয়মে রবিবার দিন হলো যিশুর পুনরুত্থান দিন। রবিবার দিনকেই প্রধান উপাসনার দিন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিকট রবিবার অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন। রবিবারকে 'প্রভুর দিন' বলা হয়। রবিবার দিনের পৌরাণিক, বাইবেলীয় ও ঐশতাত্ত্বিক অর্থ রয়েছে। 'রবি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'সূর্য'। সূর্য হলো গ্রহ-উপগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ও আলোর উৎস। সূর্যকে ঘিরেই অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ চলমান। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিতে যিশু হলেন নতুন সূর্য আলোকে, শক্তি এবং তাঁর জীবন দৃষ্টান্ত গোটা মণ্ডলী পরিচালিত হয়। পুরাতন নিয়মের 'সাব্বাৎ' দিনটি ছিল বিশেষ উপাসনার দিন। যিশু পুরাতন নিয়মকে বাদ দেননি কিন্তু পূর্ণতা দিয়েছেন। এই লেখনীর মধ্যে লেখকের সীমাবদ্ধতার কারণে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোন তথ্য, তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পাবে কম তবে বাস্তবতার ভিত্তিতে কিছু বিষয় আলোচনা করা হবে।

পবিত্র পুরাতন বিষয়ে সাব্বাৎ

ঈশ্বরের দেয়া দশ আজ্ঞার তৃতীয় আজ্ঞা হলো বিশ্রামবার বা সাব্বাৎ দিন। বিশ্রামবারের বিষয়ে বলা হয়েছে। 'সপ্তম দিনে এমন পুরো বিশ্রাম উদ্‌যাপিত হবে, যে বিশ্রাম প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র *(যাত্রা ৩১:১৫)*।' ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে পবিত্রভাবে এবং উপাসনার মধ্যদিয়ে সাব্বাৎ দিন উদ্‌যাপিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। "সাব্বাৎ দিনের কথা এমনভাবে স্মরণ করবে যেন পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে বিশ্রাম করার জন্য ও তোমার জাগতিক কাজ করার জন্য তোমার ছ'দিন; কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ; সেই দিন তুমি কোন কাজ করবে না *(যাত্রা ২০:৮-১০; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১২-১৫)*, যিশু পুরাতন নিয়মের শিক্ষাকে নতুন নিয়মে পূর্ণতা দিয়েছেন। তিনি বলেন, *"সাব্বাৎ মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ সাব্বাতের জন্য সৃষ্টি হয়নি; তাই মানবপুত্র সাব্বাতেরও প্রভু (মার্ক ২:২৭-২৮)।"* সাব্বাৎ হলো প্রথম সৃষ্টির পূর্ণতার দিক। অন্যদিকে খ্রিস্টের পুনরুত্থান দ্বারা নতুন সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই দিনকে 'প্রভুর দিন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রবিবার তাই উপাসনার দিন, নতুন সৃষ্টির দিন, ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত দিন। পিতৃগণের শিক্ষায় বলা হয়েছে, "প্রতিটি রবিবার হলো 'পাস্কা, যেখানে পুনরুত্থান রহস্যের কথা স্মরণ' করা হয়। সামসঙ্গীতে গাওয়া হয়েছে, "এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন, এ দিনে এসো, মেতে উঠি; এসো আনন্দ করি" *(সামসঙ্গীত ১১৮:১২৪)*। পবিত্র বাইবেলে সাব্বাৎ দিন বিষয়ে নির্দেশনা হলো, "সাব্বাৎ দিন এমনভাবে পালন করবে, যেন তাঁর পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখে *(দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২)*।" "সপ্তম দিনে এমন পুরো বিশ্রাম উদ্‌যাপিত হবে, যে বিশ্রাম প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র *(যাত্রাপুস্তক ৩১:১৫)*।"

মণ্ডলীর শিক্ষায় সাব্বাৎ দিন

পুরাতন যাত্রাপুস্তকের উল্লেখ রয়েছে, "বিশ্রামের কথা বলতে গিয়ে পবিত্র শাস্ত্র সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: "কেননা প্রভু ছ'দিনে আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্ত নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন; এজন্য প্রভু সাব্বাৎকে আশীর্বাদ করেছেন ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন *(যাত্রা ২০:১১)*।"

মণ্ডলী আইন সংহিতার দিকনির্দেশনা

- আন্তিয়োখ নগরের বিশপ সাধু ইগ্নাসিউস (৩৫-১০৭) তাঁর শিক্ষায় বলেন, "যারা প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন করত, তাদের মধ্যে নতুন আশা জেগেছে। বিশ্রামবার পালন ক'রে নয় বরং প্রভুর দিন পালন ক'রে সেদিন আমাদের জীবন তাঁরই দ্বারা এবং তাঁর মৃত্যু দ্বারা আশীর্বাদিত।"
- মণ্ডলীর আইন সংহিতায় "রবিবার হচ্ছে সেই দিন, যেদিন প্রৈরিতিক পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী নিস্তার রহস্যে উদ্‌যাপিত হয় এবং সর্বজনীন মণ্ডলীতে তা প্রধান অবশ্য পালনীয় পবিত্র দিন হিসেবে পালন করতে হবে (ধারা, ১২৪৬, ১)।"
- রবিবাসরীয় একটি প্রাচীন উপদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, "খ্রিস্টমণ্ডলীর পরম্পরাগত ঐতিহ্য সর্বকালের জন্য এই প্রেরণাবাণী শোনায়: যত শীঘ্র সম্ভব গির্জায় এসো, প্রভুর কাছে গিয়ে তোমরা পাপ স্বীকার করো, প্রার্থনায় অনুতাপ করো...পবিত্র ঐশ-উপাসনা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকো। শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা করো এবং খ্রিস্টযাগ শেষ হবার আগে কেউ গির্জা ত্যাগ করো না... আমরা অনেকবারই বলেছি: এই দিন তোমাদের দেওয়া হয়েছে প্রার্থনা ও বিশ্রামের জন্য। এই দিন প্রভুর বিরতির দিন। এই দিনে এসো, আনন্দ করি, এসো করি উল্লাস।"
- আইন সংহিতায় আরো বলা হয়েছে, "এছাড়া যে সব দিন বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে হবে সেগুলো হল: প্রভুযিশুর জন্মদিন, প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্বের দিন, খ্রিস্টের স্বর্গারোহণ, খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের পার্বণ, ঈশ্বর জননী মারীয়ার পার্বণ, তাঁর নির্মল গর্ভাগমন, তার স্বর্গোন্নয়ন, সাধু যোসেফের পার্বণ, প্রেরিতদূত পিতর ও পলের পার্বণ এবং সমুদয় সাধু-সাধ্বীর পার্বণ (ধারা, ১২৪৬. ২)।"
- মণ্ডলীর ৫ আজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'আদিষ্ট পর্ব পালন করবে; রবিবার ও আদিষ্ট পর্বে খ্রিস্টযাগে যোগদান করবে।' খ্রিস্টযাগ খ্রিস্টীয় উপাসনার সর্বোচ্চ ভক্তির প্রকাশ। তাই রবিবারের উপাসনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আদিষ্ট দিন। মণ্ডলীর আইন সংহিতার ১২৪৮ ১ ধারায় উল্লেখ আছে, "খ্রিস্টমণ্ডলীর আজ্ঞা প্রভুর বিধানকে আরো সুনির্দিষ্ট করে। "রবিবার এবং অন্যান্য অবশ্য পালনীয় দিনে বিশ্বাসীভক্তরা খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য। খ্রিস্টযাগে যোগ দেবার নিয়ম যেকোন স্থানে কাথলিক রীতি অনুযায়ী কোন পুণ্য দিবসে অথবা তার পূর্ব সন্ধ্যায় উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টযাগে যোগদান করেই পালন করা যায়।"

বর্তমান বাস্তবতায় প্রভুর দিন

- ইউরোপ, আমেরিকা তথা বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই রবিবার ছুটির দিন। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের নিকট রবিবার প্রথমত উপাসনার দিন এবং তা যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করার মণ্ডলীর নির্দেশনা রয়েছে। তবে বর্তমান বাস্তবতা উপাসনার চাইতে বিশ্রাম ও বিনোদনের দিকটি প্রধান্য পেয়েছে।
- যিশুখ্রিস্ট মণ্ডলীতে রবিবার দিনের পূর্ণতা দিয়েছেন তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে। আদিমণ্ডলীর উপাসনায় 'রুটি-ভাঙ্গার' অনুষ্ঠান ছিল প্রধান এবং সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।
- রবিবার হলো ভক্তজনগণের সমাবেশের দিন যার মধ্যদিয়ে উপাসনার বাস্তবায়ন ঘটে। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় রবিবার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, "রবিবারের সমবেত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হওয়ার এবং খ্রিস্ট ও তাঁর মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ। এভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর ভক্তগণ বিশ্বাসে ও প্রেমে মিলিত হয়ে সাক্ষ্য বহন করে। সম্মিলিতভাবে তারা ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং মুক্তির জন্য তাদের যে প্রত্যাশা তার সাক্ষ্য দেয়। পবিত্র আত্মার পরিচালনাধীনে তারা পরস্পরকে শক্তিশালী করে তোলে (ধারা ২১৮২)।"

- কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় বলা হয়েছে "ধর্মপল্লী হচ্ছে বিশিষ্ট মণ্ডলীতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত একটি নির্দিষ্ট মিলন-সমাজ। ধর্মপ্রদেশীয় বিশপের কর্তৃত্বাধীনে, ধর্মপল্লীর পালকীয় দায়িত্ব একজন পালকের উপর ন্যস্ত করা হয় তার নিজস্ব মেষপালক হিসেবে। এই স্থানেই সকল বিশ্বাসী একত্রে মিলিত হতে পারে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠান করার জন্য। ধর্মপল্লীতেই খ্রিস্টভক্তদের ঔপাসনিক জীবনে স্বাভাবিক অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য তাদের সমবেত করা হয়; খ্রিস্টের ত্রাণদায়ী শিক্ষা প্রদান করা হয়; কল্যাণমূলক কাজ ও ভ্রাতৃপ্রেমে প্রভুর ভালবাসা অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করা হয় (ধারা, ২১৭৯)।"
- 'রবিবার প্রভুর দিন; খ্রিস্টযাগে যোগ দিন': প্রবাদ বাক্যতুল্য এই শ্লোগানটি রচনা করেছিলেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের প্রয়াত বিশপ মাইকেল ডি' রোজারিও সিএসসি। রবিবার দিন উপাসনা যোগ দেওয়া হলো আধ্যাত্মিক অনুশীলন; অন্যদিকে ধর্মপল্লীর আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও খোঁজ খবর নেওয়ার অন্যতম একটি সুযোগও বটে। রোমের ধর্মশহীদ সাধু জাস্তিন (১০০-১৬৫) বলেন, "আমরা রবিবার দিনে সবাই একত্রিত হই, কারণ এটি হচ্ছে প্রথম দিন (ইহুদীদের বিশ্রামবারের পরে, কিন্তু প্রথম দিন) যখন ঈশ্বর অন্ধকার হতে বস্তুজগৎ পৃথক করে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এবং সেই একই দিনে আমাদের মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন।"
- রবিবাসরীয় ও আর্দিষ্ট পর্বে যোগদান করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হবার সুযোগ লাভ করি। ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ হিসেবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর প্রতি বাধ্য থাকি উপাসনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা নিবেদনের মধ্যদিয়ে।
- গির্জা বা উপাসনার গৃহ হলো ভক্তজনগণের আধ্যাত্মিক মিলন কেন্দ্র। সমবেতভাবে প্রার্থনা করা বা রবিবাসরীয় উপাসনায় যোগ দেয়া মিলন সমাজেরই চিহ্ন।
- কন্সস্টান্টিনোপলোর সাধু জন ক্রিজোস্তম (মৃত্যু ৪০৭) তাঁর উপদেশে বলেন "তোমরা গির্জাঘরে যেভাবে প্রার্থনা কর, বাড়ীতে সেভাবে করা সম্ভব নয়, কেননা গির্জায় অনেকে একসাথে মিলিত হয়। সেখানে সকলে একপ্রাণ হয়ে ঈশ্বরকে ডাকে। গির্জায় আরো থাকে মনের মিলন, প্রাণের একতা, ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধন এবং যাজকমণ্ডলীর প্রার্থনা।"
- মানুষ মাত্রই অভ্যাসের দাস। গির্জায় উপাসনা, সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করা একটি ভাল অভ্যাস। আবার অংশগ্রহণ না করা একটি অভ্যাস। বর্তমান বাস্তবতায় অনেক ধর্মপল্লীতেই অনেক মানুষ গির্জার উপাসনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে না। ফলে কারো কারো জন্য গির্জায় না আসার কারণ হলো অভ্যাস। গির্জায় আসা না আসার অভ্যাস বিষয়টি প্রধান নয় কিন্তু বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে উপস্থিত হওয়া ও সবার সাথে একাত্ম হওয়াটাই প্রধান।
- খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিকট গির্জা বা ধর্মপল্লী একটি অতি প্রিয় স্থান কেননা ধর্মপল্লীর নামে একজন বিশ্বাসী তাঁর পরিচয় বহন করেন। গোটা জীবন ব্যবস্থার সাথে ধর্মপল্লী জড়িত। বিশ্বাসী মানুষের জন্ম স্থান, দীক্ষাস্নান, শিক্ষাস্থান এমনকি জীবন শেষে কবরস্থান ধর্মপল্লীতে। তাই উপাসনার মধ্যদিয়েই বিশ্বাসী মানুষ ধর্মপল্লীর সাথে যুক্ত বা একাত্ম থাকে।
- বিভিন্ন ধরনের যুক্তি ও অজুহাত দেখিয়ে অনেকেই খ্রিস্টযাগে নিয়মিত উপস্থিত হন না। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত হওয়া হলো ব্যক্তি গত আত্মসন্তুষ্টি ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অনুভব করা।
- মণ্ডলী, সমাজ ও পরিবারের চিরাচরিত শিক্ষা হলো পারিবারিক প্রার্থনা, রবিবার ও আদিষ্ট পর্বে যোগদান করা। তাই মণ্ডলী ও পারিবারিক ঐতিহ্য ও শিক্ষাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা কতই না গুরুত্বপূর্ণ।
- আধ্যাত্মিক জীবন ও প্রার্থনার গুণে প্রত্যেকটি খ্রিস্টভক্ত ধার্মিক, ন্যায়বান ও পবিত্রাত্মার পথে পরিচালিত হয়। তাই বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই আমরা আহূত উপাসনা ও প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে।

আধুনিক উন্নয়নের যুগে মানুষ বিভিন্ন চিন্তা, মতবাদ আবিস্কার, আরাম-প্রিয়তা, ভোগ-বিলাসীতা ইত্যাদির মধ্যে থেকে ধর্মীয় চিন্তা বা মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে। এছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অভিরুচির কারণেও ধর্ম অনুশীলন হ্রাস পাচ্ছে। তবে জীবনের শেষ বেলায় ধর্ম অনুশীলন ব্যক্তিই দেখা যায় না। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা স্মরণ করিয়ে দেয় "রবিবার দিনটি সকলে যথেষ্ট বিশ্রাম এবং অবসর নিতে সাহায্য করে, যাতে তারা পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে (বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী, ৬৭.৩)।

উপসংহার

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় রবিবার এবং পুণ্য দিবসগুলির শিক্ষায় বলা হয়েছে, "রবিবার এবং পুণ্য দিবসগুলো পবিত্রভাবে পালন করার জন্য দরকার সমবেত প্রচেষ্টা। প্রভুর দিন পবিত্রভাবে পালন করার জন্য বাধাস্বরূপ হবে কারও কাছে এমন কিছু দাবি করা খ্রিস্টভক্তদের উচিত নয়। প্রচলিত কর্মকাণ্ড (খেলাধূলা, রেঁস্তোরা ইত্যাদি) এবং সামাজিক প্রয়োজনে (জনগণের সেবা ইত্যাদি) রবিবারে কিছু লোককে কাজ করতে হয়। তথাপি প্রত্যেকের উচিত বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া। মিতাচার ও ভ্রাতৃপ্রেমের নীতি অনুসরণ করে বিশ্বাসীদের খেয়াল রাখতে হবে জনপ্রিয় বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে বাড়াবারি ও সহিংসতা দেখা যায় তা যেন পরিহার করা হয়। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উচিত নাগরিকরা যাতে বিশ্রাম এবং ঐশ উপাসনার জন্য সময় পাই তা নিশ্চিত করা। কর্মচারীদের প্রতি মালিকদেরও অনুরূপ দায়িত্ব আছে (ধারা, ২১৮৭)।"

প্রতিটি দিনই ঈশ্বরের সৃষ্টি তবে সৃষ্টির বিবরণ ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। বিশ্রাম ঈশ্বরের জন্য প্রয়োজন নয়; বরং আমরা মানুষ যেন বিশ্রাম নেই এবং ঈশ্বরের নাম স্মরণ করি এবং তার প্রতি ভক্তি ও নিবেদন করি। "সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাধারণ মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে খ্রিস্টানদের উচিত রবিবার এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর নির্ধারিত পুণ্য দিনগুলোকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে চেষ্টা করা। সকলের সামনে প্রকাশ্যে তাদেরকে প্রার্থনা, শ্রদ্ধা এবং আনন্দের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাদের ঐহিত্যকে সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য মূল্যবান অবদান হিসেবে রক্ষা করতে হবে। কোন দেশের আইন অনুযায়ী বা অন্য কোন কারণে রবিবারে যদি কাজ করার প্রয়োজন হয়, তথাপি দিনটি আমাদের মুক্তির দিন হিসেবে পালনের চেষ্টা করতে হবে। কেননা এই দিনটি আমাদের 'সেই উৎসব-সমাবেশে', 'স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলীর' সঙ্গে শরীক হবার সুযোগ দেয়" (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ধারা, ২১৮৮)। তাই বিশ্বাসী ও দীক্ষিত খ্রিস্টান হিসেবে রবিবার ও আর্দিষ্টপর্ব দিনে খ্রিস্টযাগে যোগদান করার মাধ্যমে অন্তরে তৃষ্ণা নিবারণ করি। খ্রিস্টযাগের সাথে অন্যান্য সংস্কারেরও গভীর সংযোগ রয়েছে। আর যাপিত জীবনে রবিবার ও সংস্কার গ্রহণের মধ্য দিয়েই খ্রিস্টের জীবনের পূর্ণতা লাভ করে। ধর্ম ও কর্মের মধ্যে সঙ্গতি রেখে আমাদের প্রত্যেকের জীবন পরিচালিত হয়। আমাদের নিত্যদিনের প্রার্থনা ও স্লোগান হোক, **'রবিবার প্রভুর দিন, খ্রিস্টযাগে যোগ দিন।'**

সহায়কগ্রন্থ

১. 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা', বাংলাদেশ বিশপ কাথলিক সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০।
২. 'দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ' (সম্পাদনা ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা), কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০॥

সাধ্বী মার্থা, মারীয়া ও সাধু লাজারের স্মরণ দিবস

ফাদার ই.জে. আনজুস সিএসসি

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সর্বজনীন মণ্ডলীর জন্য আরও একটি **স্মরণদিবস** (*Memorial*) পালনের নির্দেশ দান করেছেন বিগত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভাটিকানের **'পুণ্য উপাসনা ও সাক্রামেন্ট সমূহের শৃঙ্খলা বিষয়ক দপ্তর'** থেকে একটি **'ডিক্রি'** ঘোষণার মাধ্যমে। এতে তিনি উল্লেখ করেন বেথানীর মারীয়া, মার্থা এবং লাজার হলেন **"ভাই-বোনের ভালবাসা"** বা sibling love-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান পৃথিবীতে যেন সকল পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে এরূপ ভালবাসা বৃদ্ধি পায় তার জন্য পুণ্যপিতা বেথানীর মারীয়া (২২ জুলাই) এবং মার্থা (২৯ জুলাই) এই দুজনের পর্ব আলাদাভাবে পালন না করে, এবং তাঁদের ভাই লাজারকে বাদ না রেখে বরং তাঁদের তিনজনের স্মরণদিবস একই দিনে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতি বছর ২৯ জুলাই তারিখটি (সাধ্বী মার্থার স্মরণদিবস) বেছে নেয়া হয়েছে মারীয়া, মার্থা ও লাজারের স্মরণদিবস হিসেবে। বিভিন্ন ঐশতত্ত্ববিদগণের মতানুক্রমে 'মারীয়া মাগদালেনা' আর 'বেথানীর মারীয়া' দুজন একই ব্যক্তি'- এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অপর দিকে তাঁদের ভাই লাজার ছিলেন মুক্তিদাতার 'বন্ধু' যাকে তিনি ভালবেসেছেন *(যোহন ১১:৩)*, যাঁর মৃত্যুতে তিনি চোখের জল ফেলেছেন। তাই মারীয়া, মার্থা ও লাজার- এই তিনজনের স্মরণদিবস একসাথে পালন করার মধ্যদিয়ে সকল খ্রিস্টীয় পরিবারে যেন ভাই-বোনের ভালবাসার বন্ধন অটুট থাকে এবং বৃদ্ধি পায় তার জন্য পুণ্যপিতা জোর দেন। বর্তমান পৃথিবীতে পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে সন্তানদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং ভাই-বোনদের মধ্যেও সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। অপর দিকে বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সমস্ত কারণে পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, সকল পরিবারে, বিশেষ করে ভাই-বোনদের মধ্যকার মিলন-বন্ধন ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক গভীরতর করে তোলার জন্য অনুপ্রেরণা দান করবে বেথানীর এই তিন ভাই-বোনের আদর্শ।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস উপরে উল্লেখিত ডিক্রিতে বলেন: "তাঁদের বাড়ীতে প্রভুকে অভ্যর্থনা, তাঁর বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং তিনিই যে পুনরুত্থান তা বিশ্বাস করার মত মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত সাক্ষ্যদানের কথা বিবেচনা করেই এই স্মরণদিবসটি পালন করতে হবে" (*Decree*, Congregation for Divine Worship and Discipline of Sacraments, 2 February, 2021)। উল্লেখযেগ্য যে, এই ডিক্রিতে তাঁদের তিনজনকেই 'সাধু' অর্থাৎ Saints আখ্যায়িত করা হয়েছে (Sts Martha, Mary and Lazarus)। তাই বাংলায় বলা যেতে পারে "সাধ্বী মার্থা, মারীয়া ও সাধু লাজারের স্মরণদিবস"।

প্রতিটি গির্জা, গঠনগৃহ ও সন্ন্যাসব্রতীদের আশ্রম-গৃহে যেন এই স্মরণদিবসটি যথাযথ ভাবে পালন করা হয়, বিশেষ করে ধর্মপল্লীর গির্জাগুলোতে সকল ভক্তজনগণের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়, তার জন্য পর্ব দিনটির খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা ও বাণী-পাঠ গুলো দেওয়া হল। এখানে উল্লেখ্য যে, কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনিক রীতি এবং উপাসনিক পঞ্জিকা (Ordo) অনুসারে **'স্মরণদিবস'** বা *Memorial* মূলত পর্বরূপেই পালন করা হয়ে থাকে। এটি 'ঐচ্ছিক' বা *Optional Memorial* নয়, আর তাই এই স্মরণদিবসটি যথাযথ গুরুত্বসহকারে পালন করাই বিধেয়।

সাধ্বী মার্থা, মারীয়া ও সাধু লাজারের স্মরণদিবস

খ্রিস্টযাগ

প্রবেশ গীতিকা [লুক ১০:৩৮] যিশু একদিন একটি গ্রামে এসে পৌঁছলেন,
সেখানে মার্থা নামে এক নারী নিজের বাড়ীতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

উদ্বোধন প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর,
তোমার পুত্র মৃত লাজারকে কবর থেকে তুলে জীবন দান করেছেন
এবং মার্থার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণে প্রীত হয়েছেন,
অনুনয় করি তোমায়:
আমাদের সকল ভাই-বোনদের বিশ্বস্তভাবে সেবা করার মধ্য দিয়ে
আমরা যেন মারীয়ার মত তোমার বাণী-ধ্যানে পরিতৃপ্ত হতে পারি।
এই প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার সংযোগে ও তোমার সঙ্গে
যুগ যুগ ধরে বিরাজমান আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে। আমেন।

প্রথম পাঠ *[১ যোহন ৪:৭-১৬]*

সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ

প্রীতিভাজনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যে-কেউ ভালবাসে, সে পরমেশ্বরের সন্তান, সে পরমেশ্বরকে জানে। ভাল যে বাসে না, সে পরমেশ্বরকে জানে না, কারণ পরমেশ্বর যে প্রেমস্বরূপ। আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালবাসা এতোই প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারাই আমরা জীবন লাভ করি।

এই তো সেই ভালবাসার মূল কথা: আমরা যে পরমেশ্বরকে ভালবেসেছিলাম, তা নয়; তিনিই আমাদের ভালবাসলেন আর তাঁর আপন পুত্রকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি হওয়ার জন্যই পাঠালেন।

প্রীতিভাজনেরা, পরমেশ্বর যদি আমাদের এমনি ভাবেই ভালবেসে থাকেন, তাহলে আমাদেরও উচিত পরস্পরকে ভালবাসা। পরমেশ্বরকে কেউ কোন দিন দেখেনি, তবে আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি, তাহলে পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে রয়েছেন এবং ঈশ্বর-প্রেমও আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করেছে।

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমরা হয়ে উঠেছি তাঁর সেই পরম আত্মার পূর্ণতার অংশীদার। তাতেই বুঝতে পারি যে, আমরা তাঁর আশ্রয়ে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন। আর আমরা নিজেরাই তো দেখেছি- আর তার সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, পরম পিতা তাঁর আপন পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন এই জগতের পরিত্রাতা-রূপে। যিশু যে ঈশ্বর-পুত্র, যে-কেউ এই কথা স্বীকার করে, পরমেশ্বর তার অন্তরে বাস করেন আর সে-ও বাস করে পরমেশ্বরের আশ্রয়ে। আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের যে-ভালবাসা, তা আমরা জেনেছি আর তার ওপর বিশ্বাসও রেখেছি।

প্রভুর বাণী। সকলে : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

সামসঙ্গীত [৩৪:২-১১]

ধূয়ো : আস্বাদন কর! দেখ ভগবান কত মঙ্গলময়!

আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাব অনুক্ষণ;
সততই আমার কণ্ঠে বেজে উঠবে তাঁর গুণগান।
ভগবানই আমার গৌরব;
শুনুক নম্রচিত্ত যারা, আনন্দিত হোক!
আমার সঙ্গে তোমরা ভগবানের গাও জয়গান;
তাঁর নামের গৌরব সমস্বরে ঘোষণা করি, এসো!
ভগবানকে খুঁজেছি আমি; সাড়া দিয়েছেন তিনি;
যত ভয়-ভীতি থেকে তিনি মুক্ত করেছেন আমায়
তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, হও দীপ্তিমান!
তোমাদের মুখ লজ্জায় কুণ্ঠিত হবে না কোন দিন!
দেখ, ডেকেছে দীনজন, সাড়া দিয়েছেন ভগবান,

সমস্ত সংকট থেকে তাকে তিনি রক্ষা করেছেন। ভগবানকে সম্ভ্রম করে যারা, তাদের চারপাশে ভগবানের দূত শিবির স্থাপন করেন; তাদের রক্ষা করেন।
আস্বাদন কর, দেখ ভগবান কত মঙ্গলময়! যারা তাঁর শরণাগত, ধন্য, তারা ধন্য।

মঙ্গলসমাচার বন্দনা [মথি ৫:১০]

আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া!
ধর্মিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা—
স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া!

মঙ্গলসমাচার [যোহন ১১:১৯-২৭]

+ যোহন অনুসারে পবিত্র মঙ্গলসমাচার থেকে পাঠ

মৃত্যুর পর লাজারকে সমাধি দেওয়া হলে অনেক ইহুদী তখন মার্থা ও মারীয়ার কাছে এসেছিল ভাইয়ের মৃত্যুতে সান্ত্বনা জানাতে। যখন মার্থা শুনতে পেলেন যে, যিশু আসছেন, তিনি তখন নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। মারীয়া বাড়িতেই রইলেন।
মার্থা যিশুকে বললেন: "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার ভাই মারা যেত না। তবে আমি জানি যে, এখনও আপনি পরমেশ্বরের কাছে যা-কিছু চাইবেন, তা তিনি আপনাকে দিবেন।" যিশু তাঁকে বললেন : "তোমার ভাই পুনরুত্থান করবে।" মার্থা উত্তরে বললেন : "হ্যাঁ, জানি, সেই শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে পুনরুত্থান করবে।"
যিশু তাঁকে বললেন : "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে। আর জীবিত যে-কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না- কোন কালেই না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?" মার্থা উত্তর দিলেন : "হ্যাঁ প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রিস্ট, সেই ঈশ্বর-পুত্র, এই জগতে যাঁর আসবার কথা ছিল।"

প্রভুর মঙ্গলসমাচার। সকলে: খ্রিস্টপ্রভু, তোমার প্রশংসা হোক!

[অথবা *লুক ১০:৩৮-৪২*]

অর্ঘ্য প্রার্থনা

হে প্রভু, আমরা যখন সাধ্বী মার্থার মধ্য দিয়ে তোমার
আশ্চর্য কাজের কথা ঘোষণা করি যে,
তোমার প্রতি তাঁর অপরূপ ভালবাসা
যেমন তোমাকে সন্তুষ্ট করেছিল,
তেমনি আমাদের বিশ্বস্ত সেবাকাজের জন্য
আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি।
আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে।
আমেন।

ধন্যবাদিকা স্তুতি [সাধুসাধ্বীদের স্মরণে–১ অথবা ২]

খ্রিস্টপ্রসাদ গীতিকা *[যোহন ১১:২৭]*

মার্থা উত্তর দিলেন:
হ্যাঁ প্রভু, আমি বিশ্বাস করি, আপনিই
সেই খ্রিস্ট, সেই ঈশ্বর-পুত্র,
এই জগতে যাঁর আসবার কথা ছিল।

খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের পর প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার একমাত্রজাত পুত্রের
পবিত্র দেহ ও
রক্তের প্রসাদ গ্রহণ যেন এই পতিত
জগতের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত রাখে,
সাধ্বী মার্থার আদর্শ অনুকরণ করে
আমরা যেন
এই পৃথিবীতে তোমার প্রতি অকপট
ভালবাসায় বেড়ে উঠি
এবং শাশ্বত জীবনরাজ্যে তোমার দর্শন
লাভ করে
চির আনন্দ লাভ করতে পারি।
আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে।
আমেন।

দ্রষ্টব্য:

১. খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা, গীতিকা ও বন্দনা **'পুণ্য উপাসনা ও সাক্রামেন্ট সমূহের শৃঙ্খলা বিষয়ক দপ্তর'** প্রদত্ত মূল রচনা থেকে অনুদিত।
২. বাণী-পাঠ ও সামসঙ্গীত বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রকাশিত 'মঙ্গলবার্তা' (নুতন নিয়ম) থেকে নেয়া হয়েছে॥ ৯০

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সূত্র: উ:খ্রী:ব:স:স:লি: এস:২০২২-২৩/০১
তারিখ : ২ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিগত ২৯ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:' এর ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ কমিটির মাসিক যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তরবঙ্গ সমিতির জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে কর্মী নিয়োগ করতে যাচ্ছে এবং সে মোতাবেক উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বসবাসরত খ্রীষ্টান বিভিন্ন আন্তঃমণ্ডলীর যেকোন আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বেতন-ভাতাদি	
					প্রবেশন পিরিয়ড	স্থায়ী হলে প্রাথমিক
০১.	জুনিয়র অফিসার-কাম-সেক্রেটারি	০১ টি	বি.এ /বি.কম	নূন্যতম ১ বছর	১৫,৫০০ টাকা	১৬,৮০০ টাকা
০২.	ছাত্র প্রকল্প (পার্ট টাইম) কর্মী	০২ টি	কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি ছাত্র/ছাত্রী		আলোচনা সাপেক্ষে	

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে স্বহস্তে লিখিত এবং দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তির (স্থানীয় পাল-পুরোহিত/পালক বাধ্যতামূলক) রেফারেন্স দিয়ে আবেদন করতে হবে।
২. আবেদনপত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি জমা দিতে হবে।
৩. বয়স : ১ নং পদে কমপক্ষে ২৫ বছর হতে হবে, উর্ধ্বে ৪০ বছর।
৪. ১ নং পদের প্রার্থীকে কম্পিউটারের MSWord, Excel, Power-point & Internet Program সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে, তবে অবশ্যই বাংলা ও ইংরেজীতে লেখায় মিনিটে ৩০ ও ৪০ ওয়ার্ড স্পীড থাকতে হবে।
৫. ২ নং পদের প্রার্থীদের ঢাকাস্থ যেকোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত (চলতি) ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে।
৬. ছয় মাস প্রবেশন পিরিয়ড সম্পন্নের পর চাকুরী নিয়মিত হলে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি (প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রেচুইটি, উৎসব ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাসহ) প্রদান করা হবে।
৭. প্রার্থীকে সামাজিক নেতৃত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।
৮. সর্বোপরি কর্মঘন্টা ও প্রয়োজনে এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১৬ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বন্ধখামে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে-
বরাবর
চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি
উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা)
৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫।
বি:দ্র: কোন প্রকার ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞ/২০০/২২

"মনের পশু করলে জবাই
বাঁচবে পশু, বাঁচবে সবাই"

- কাজী নজরুল ইসলাম

ঠিক তাই মনের পশু প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য কোরবানির প্রচলন হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুটি হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এই ঈদুল আজহাতে কোরবানি দেওয়া হয় যা হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর আমলে চালু হয়ে আজ অবধি বিদ্যমান এবং চালু থাকবে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত।

ঈদুল আযহা ও কোরবানির প্রচলন হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর মাধ্যমে। আমরা এখন এর পূর্ব ইতিহাস জানার চেষ্টা করবো। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজাদের একজন ছিল নমরুদ। রাজজ্যোতিষীরা একসময় নমরুদকে ইব্রাহীম (আ:) এর আগমনের পূর্বাভাষ জানালো। নমরুদ বাদশা ইব্রাহীমের (আ:) আগমন ঠেকাতে রাজ্যব্যাপী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশজারি করলো। এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ কাজের পরিচালক আজরের ঘরেই নির্দিষ্ট সময়ে ইব্রাহীম (আ:) এর জন্ম হলো। আজর ছিল মূর্তি তৈরীর কারিগর। ইব্রাহীম (আ:) একটু বড় হলেই কে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, মহান আল্লাহ না মানুষের হাতে বানানো মূর্তি এ নিয়ে বাবা-ছেলের মাঝে বিতর্ক শুরু হয়। আজর প্রথমে ছেলেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা মূর্তি পূজায় অংশগ্রহণ করতে চাপ দিতে থাকে। ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত নমরুদ বাদশাহ এর নিকট ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। নমরুদ বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করেও ইব্রাহীম (আ:) কে মূর্তি পূজায় বাধ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। মহান আল্লাহ তায়ালার ইশারায় অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেও ইব্রাহীম (আ:) সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন।

ইব্রাহীম (আ:) এর দু'জন স্ত্রী হযরত হাজেরা (রা) ও হযরত সারা (রা)। হযরত হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)। হযরত ইব্রাহীম (আ:) কে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আল্লাহ তায়ালা খলিলুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। খলিলুল্লাহ হলো আল্লাহর বন্ধু। হযরত ইব্রাহীম (আ:) দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাবা হলেন। তাঁর ১ম সন্তান ইসমাইল (আ:)।

হযরত ইসমাইল যখন চলাফেরা করার মত বয়সে পৌঁছলেন (তাফসিরবিদদের মতে তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর) তখন হযরত ইব্রাহীম (আ:) একাধারে তিনবার স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হলেন যে, তোমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ কর। হযরত ইব্রাহীম (আ.) সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহ পাকের আদেশ সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। তৎক্ষণাত কিশোর ইসমাঈল আত্মসমর্পণের জন্য মস্তক অবনত করেন এবং বললেন, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" কোরআনের ভাষায়, "হে আমার পুত্র আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি; অতএব, এ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।" জবাবে ইসমাঈল (আ:) বললেন, হে আমার পিতা! আপনার প্রতি যে আদেশ হয়েছে তা আপনি পালন করুন, ইন্‌শাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন (সূরা সফাত-১০২)।

মূলত বর্তমানে আমরা যে কোরবানি করছি তা উক্ত পবিত্র ঘটনারই স্মৃতিবহ। আল্লাহ সরাসরি "পশু" কোরবানির আদেশ না দিয়ে 'জান' কোরবানির দৃষ্টান্ত কেন বেছে নিলেন? মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো প্রাণ। মানুষ মানুষের জন্য অনেক কিছু বিলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু নিজের জান দিতে পারে না। তবে পৃথিবীতে যা ঘটে তা ব্যতিক্রম। তাই মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের মধ্যে হতে মুসলমানদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে অর্থাৎ দুনিয়ার প্রভুত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ জন্য করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু এ কাজটি কঠিন থেকে কঠিনতর। কোরআনের ভাষায়: "হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর, নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ (সূরা লুকামন-১৭)।

উপসংহার:

কোরবানি আমাদের আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার শিক্ষা দেয়। মানুষের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, আন্তরিকতা-ভালবাসা, হৃদ্যতা-সখ্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে কোরবানির এক মহান শিক্ষা। কোরবানির মাহাত্য আমাদের দেশ, জাতি তথা বিশ্বের সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক॥

ঈদুল আযহা ও কোরবানি

(১০ পৃষ্ঠার পর)

পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি। তারা বললো, ভেড়ার তো অসংখ্য পশম। হযরত মুহাম্মদ সাঃ বললেন, ভেড়ার প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি দেওয়া হবে। যদি তা কোরবানি করে। পশু কেনার ব্যাপারে ছোটদের আগ্রহ বেশি লক্ষ করা যায়। বড়দের সাথে গরুর হাটে যাওয়ার বায়না ধরে। তারা চায় বড়রা তাদের পছন্দের গরু কিনুক। দামের ব্যাপারটা নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে চায় না। তবে বড় গরু তাদের পছন্দ। হাট থেকে গরু কিনে ফেরার পথে পথচারীরা গরুর দাম জিজ্ঞেস করে। দাম শুনে কেউ বলে বেশি হয়েছে। কেউ বলে ঠিক আছে। কেউ বলে কোরবানির গরু দাম বেশি কমে কিছু যায় আসে না। কোরবানির দিন সকালে গরু গোসল করাতে হয়। গরু জবাই করার আগে শরিকদের একটা লিষ্ট নিয়ে হুজুরকে পড়ে শুনানো হয়। যার কোন প্রয়োজন নেই। কোরবানি করার ফলে মানুষে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। হাদিস থেকে জানা যায়-তিনি বলেছেন, হে মানুষ সকল! তোমরা ভাল ও ত্রুটিমুক্ত প্রাণী কোরবানি করো কেননা জান্নাতে যাওয়ার বাহন হবে এগুলো। নিজ গৃহে পালিত পশু দিয়েও কোরবানি করা যায়। সেক্ষেত্রে আরও ভালো হয়। গরু কেনা ও আনার যে ঝামেলা তা পোয়াতে হয় না। কারণ অনেক মানুষ আছে ঝামেলার কারণে কোরবানি দিতে চায় না। অথচ তাদের উপর কোরবানি ফরজ হয়েছে। আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া। সেখানে পশু কিনে মসজিদে দিয়ে আসা হয়। মসজিদের ইমাম সাহেব জানেন প্রতিটি এলাকায় কতগুলো পরিবার আছে। কোরবানির দিন পশু জবাই করে মাংস ভাগ করে দিয়ে আসা হয়। ধনী লোকেরা মাংস না নিয়ে গরীব মানুষের মাঝে দিয়ে দেয়। সবাই আনন্দ ভাগ করে নেয়। শিশুরা ও অনেক মজা করে। এ রকম দেশে দেশে কোরবানি একটু ভিন্ন ভাবে পালন করে থাকে। নানা দেশ নানা মানুষ। ঈদের দিন অন্তত সবাই যেন আনন্দে কাটাক। সবার ঈদ যাত্রা শুভ হোক॥

ঈদুল আযহা ও কোরবানি

আবু নেসার শাহীন

তাদের উপর কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। যদি কোন মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন, নিসাব হল সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন ভরি রুপা অথবা এর সমমূল্যের নগদ টাকা ও ব্যবসার পণ্য বা সম্পদ। কোরবানি অর্থ হল কাছে যাওয়া বা নৈকট্য অর্জন করা, ত্যাগ স্বীকার করা বা বিসর্জন দেওয়া। ইসলামের যত বিধান আছে তার মধ্যে অন্যতম হল কোরবানি। আদি পিতা হযরত আদম (আ:) এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল থেকে শুরু হওয়া এই কোরবানির ইতিহাস মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ:) ও তার শিশুপুত্র ইসমাইল (আ:) এর মহান আত্ম- বিসর্জনে উজ্জ্বল, যা কেয়ামত পর্যন্ত অম্লান থাকবে। কোরবানি করা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। এতে আছে আত্মত্যাগের মহিমা ও আর্তের সেবার গৌরব। জিলহজ মাসের দশ তারিখ সকাল থেকে বার তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে শরিয়তের বিধান অনুসারে নিদিষ্ট পশু জবাই করতে হবে। একটি কোরবানি হল একটি ছাগল, একটি ভেড়া বা দুম্বা এবং গরু, মহিষ ও উটের সাত ভাগের এক ভাগ। একটি গরু, মহিষ বা উট সাত শরিকে বা সাত জনের পক্ষ থেকে কোরবানি করা যাবে। কোরবানির গোস্ত ধনী গরীব সবাই খেতে পারবে। সুন্নত হল কিছু অংশ আত্মীয়স্বজন, গরীব পাড়া প্রতিবেশিদের দেওয়া। কিছু অংশ নিজের পরিবারের জন্য রাখা। তবে প্রয়োজনে সম্পূর্ণটাও রাখা যাবে। আবার মন চাইলে পুরোটাই দেওয়া যাবে। তবে ভোগের জন্য পুঞ্জিভূত করে রাখা অনৈতিক বা অমানবিক। আবার বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য বা শখের বশে অল্প পরিমাণে রাখলে দোষ নেই। আমরা শুধু পুরুষদের কোরবানির পশু জবাই করতে দেখি। কিন্তু কোরবানির পশু যে কোন মুসলিম নারী পুরুষ জবাই করতে পারে। যে কোরবানি দিবে সে নিজে জবাই করা উত্তম। আর দোয়া জানা থাকলে ভালো। জবাই করার জন্য কোন নিয়ত নেই। মজার ব্যাপার হলো কোরবানি দাতার নাম বলাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কোরবানি দিচ্ছেন তার মনের ইচ্ছাই নিয়ত হিসেবে কবুল হবে। জবাইয়ের সময় নিজে উপস্থিত থাকতে পারলে ভালো। না থাকলেও কোন সমস্যা নেই। বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর বলে জবাই করলেই হবে। অন্য কাউকে দিয়ে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে কোরবানি সম্পাদন করা যায়। সে ক্ষেত্রে পশুর মূল্য ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ব্যয়ও তাকে বহন করতে হবে।

কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়া যদি কোন ব্যক্তি কারও কোরবানির কাজ সম্পন্ন করে দেন তাতে কোন সমস্যা নেই। অনেকে ঝামেলা এড়াতে চান। সামর্থ্য আছে কিন্তু ঝামেলা মনে করে সেক্ষেত্রে বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তি বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন বা গ্রামের কেউ বা আস্থা রাখা যায় এমন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সেবা সংস্থার মাধ্যমে কোরবানির দায়িত্ব দেওয়া যাবে। যদি কেউ কোরবানি না দিয়ে কোরবানির টাকা দান করে সেক্ষেত্রে কোরবানি হবে না। কোরবানি শুধু মাত্র পশু জবাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পশু জবাই ছাড়া কোরবানি করার আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। জীবিত বা মৃত যে কারও পক্ষ থেকে যে কেউ নফল কোরবানি করতে পারবে। আর এতে করে উভয়েরই সওয়াব হবে। শিশুদের উপর যে কোন ফরজ ওয়াজিব প্রযোজ্য না। হিজড়ারা মূলত নারী বা পুরুষ। তারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং সামর্থ্যবান হলে তাদের উপরও কোরবানি ওয়াজিব হবে। আর একটা কথা হল কোরবানি এবং আকিকা এক সাথে করা যাবে। এতে কোন রকম বাঁধা নেই। কোরবানি আরবি শব্দ এর অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, সান্নিধ্য লাভ করা। কোরবানি একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট সান্নিধ্য লাভ করার নিমিত্তে হবে। লোক দেখানো বা গোশত খাওয়া তখন এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা অবাস্তব। আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে- অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট কোরবানি গোশত বা রক্ত পৌঁছে না। কেবল তোমাদের আন্তরিকতা বা তাকওয়া পৌঁছে। সুরা হজ-৩৭। এক সময় প্রতিটি গ্রামে নির্দিষ্ট কিছু বাড়ি ছিল। সবাই সবার পরিচিত ছিল। ফলে কোন বাড়িতে কে কোরবানির দিচ্ছে আর কে দিচ্ছে না তা জানা খুব সহজ ছিল। যারা কোরবানি দেয় তারা কোরবানির মাংস তিন ভাগ করে তার এক ভাগ যারা কোরবানি দিতো না তাদের দিয়ে দিতো। শহরের মত গ্রামের গরীব লোকেরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাংস খুঁজতো না। ফলে গ্রাম জুড়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করতো। এখন দিনকাল কিছুটা পাল্টেছে। গ্রামের লোকেরা শহরের সংস্কৃতি ফলো করে। বড় বড় দালান কোঠা গড়ে উঠেছে। মানুষের মন মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তবে কেউ কেউ মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে গরুর আস্ত রান বা আস্ত খাসি পাঠিয়ে দেয়। বিকেল বেলা এ ওর বাড়িতে বেড়াতে যায়। গরুর মাংস চাউলের রুটি বা মুড়ি বা ভাত পোলাও দ্বারা নানা ভাবে মেহমান আপ্যায়ন করে থাকে। সাথে মুরগীর মাংসসহ নানা পদ তরকারিতো থাকেই। ঈদের পর দিন দল বেঁধে ঘুরাঘুরি করে। পরস্পর পরস্পরের সাথে কুশল বিনিময় করে।

কোরবানি প্রচলনের সূচনা

কোরবানির প্রচলন শুরু হয় আদি পিতা হযরত আদম এর (আ:) সময়ে। হযরত আদম (আ:) এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল। তখনকার নিয়মানুযায়ী দু'টো সন্তান হতো। এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান। বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম পরে ছেলে দ্বিতীয় পরে কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হতো। বিয়ে নিয়ে আদম (আ:) এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে হযরত (আ:) তার দুই সন্তানকে আহ্বান জানান। আল্লাহ তায়ালা দুই সন্তানকে কোরবানি করার নির্দেশ দিলে তারা দুই পাহাড়ের চূড়ায় নিজেদের কোরবানির বস্তু রেখে আসে। তখনকার নিয়মানুযায়ী যার কোরবানি কবুল হতো তার বস্তু আসমান থেকে আগুন এসে ঝলসে দিতো। ফলে তার কোরবানি কবুল হয়েছে বলে প্রমাণিত হতো। এভাবেই হাবিলের কোরবানির বস্তু আগুন এসে ঝলসে দিলে তার কোরবানি আল্লাহ কবুল করেছেন বলে নির্ধারিত হয়। এটাই কোরবানির প্রথম সূচনালগ্ন। তারপরের ঘটনা হযরত ইব্রাহীম (আ:) ও ইসমাইল (আ:) কে নিয়ে। সেই থেকে বর্তমান নিয়মে কোরবানির প্রচলন হয়। এটা ছিল একটা কঠিন পরীক্ষা। হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর ঘরে তার বার্ধক্য বয়সে আল্লাহ একটি পুত্র সন্তান দান করেন। তার নাম হযরত ইসমাইল (আ:)। একদা হযরত ইব্রাহীম (আ:) নির্দেশপ্রাপ্ত হন তিনি যেন তার প্রিয় বস্তু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেন। প্রথমে ১০টি উট আল্লাহর উদ্দেশে কোরবানি করলে পরের রাতে একই স্বপ্ন পুনরায় দেখতে পেয়ে তিনি ১০০টি কোরবানি করেন। তৃতীয় রাতে একই স্বপ্ন দেখলে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন তার প্রিয় বস্তু পৃথিবীতে একমাত্র তার সন্তান ইসমাইল (আ:)। হয়তো তাকেই কোরবানি করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ:) হরযত ইসমাইলকে বললেন, হে পুত্র! আমি স্বপ্নতে দেখলাম আমি তোমাকে কোরবানি করছি। সুতরাং তোমার মতামত কি? হযরত ইসমাইল (আ:) বলল, হে আমার পিতা আপনি আমাকে আল্লাহর ইচ্ছায় ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন। অতঃপর যখন তারা দু'জন একমত হল-তাকে আহ্বান করলাম। হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্য রূপ দিয়েছো। আমি এভাবেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের বিনিময় দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা ছিল স্পষ্ট একটি পরীক্ষা। অতঃপর আমি তাকে দান করলাম একটি কোরবানির পশু। সুরা সাফফাত ১০১-১০৯।

হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর মহান আদর্শ হল- কোরবানি। যা আজও আমরা শ্রদ্ধাভরে পালন করি থাকি। সুতরাং কোরবানি করা এটা সুন্নতে ইব্রাহীম। কোরবানি যেহেতু মুসলিম জাতির একটি ঐতিহ্য, তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলের কতিপয় সাহাবা রাসুলকে জিজ্ঞেস করলো কোরবানি কী? তিনি বললেন তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের সুন্নত। তিনি বলেন, আমাদের জন্য কী রয়েছে? তিনি বললেন, কোরবানির

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঈদুল আযহা: ত্যাগের মহান ব্রতে পূর্ণ নিবেদনের আহ্বান

রনেশ রবার্ট জেত্রা

মহান স্রষ্টার সৃষ্ট বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে বিচিত্র জাতি বা ধর্মের বিচরণ। ধর্মে যেমন রয়েছে ভিন্নতা, তেমনি রয়েছে উৎসবেরও ভিন্নতা। তবে আমাদের সকলের লক্ষ্য একটাই। আর তা হল বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনের মধ্যদিয়ে মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করা। প্রত্যেক ধর্মের যেমন প্রধান উৎসব রয়েছে। তেমনি একটি জাতি বা ধর্ম হিসেবে বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই-বোনদেরও কতগুলো উৎসবের মধ্যে প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদ। তার মধ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমাদের বাংলাদেশের মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনেরাও বিশ্ববাসী মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সাথে একাত্ম হয়ে পালন করতে যাচ্ছে ঈদুল আযহা। যা কোরবানি ঈদ নামে অধিক পরিচিত। প্রতিটি উৎসব পালন বা উদ্‌যাপন করার মধ্যে রয়েছে কিছু বিশেষ বার্তা বা উদ্দেশ্য। তাই ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদ একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবে এর বিশেষ বার্তা বা উদ্ধেশ্য হলো- পশু কোরবানির পাশাপাশি মহান ত্যাগে ব্রতী হয়ে নিজেকে স্রষ্টার নিকট পূর্ণভাবে নিবেদন করা। যার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করা যায়। আর তাই আমাদের মুসলমান ধর্মালম্বী ভাই-বোনেরাও প্রতি বছর একই উদ্দেশ্য নিয়ে ঈদুল আযহা পালন করে থাকেন।

মহান স্রষ্টার সৃষ্ট এই মানব সংসারে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য নিবেদিত। শুধু মানব জাতিই নয়, বরং স্রষ্টার সমস্ত সৃষ্টিই একটি আরেকটির তরে নিবেদিত। ঘাস-তরুলতার কথাই যদি বলি তাহলে দেখি যে, ঘাস-তরুলতা যেমন জীব-জন্তুর জন্য তেমনি জীব-জন্তুও আবার মানুষের সেবায় নিবেদিত। মানুষও আবার একে-অন্যের জন্য নিবেদিত। যেমন: পিতা-মাতাগণ সন্তানের সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য সারাজীবন নিজেদের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে থাকেন। আবার যারা মনিব বা মহাজনদের অধীনে কাজ করেন তারা মনিব বা মহাজনকে খুশি করার জন্য নিজের সকল আরাম-আয়েশ বা ভালো লাগা ত্যাগ করে মনিব বা মহাজনদের সেবায় সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে থাকেন। সেনা সদস্যদের জীবনে দেখি যে, তারা দেশের বা রাষ্ট্রের জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান এবং সুরক্ষার দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত থাকেন। এভাবে প্রকৃতি থেকে শুরু করে মানব জাতি সমস্ত কিছুই একে-অপরের জন্য নিবেদিত। আত্মোৎসর্গের এই দৃষ্টান্তগুলো আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা যেন মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত থেকে পূর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করি। যার মধ্যদিয়ে আমরা আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পর্দাপণ করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদ বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে।

ঈদুল আযহা ত্যাগের উৎসব। প্রকৃত ত্যাগেই এর মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য নিহিত। কারণ ত্যাগের মধ্যদিয়েই মানব জীবনের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়। অন্য কথায় বলা যায় এভাবে, যে মানুষ ত্যাগের আদর্শে ব্রতী, সে মানুষ আধ্যাত্মিকতায় পরিপুষ্ট। আর এই আধ্যাত্মিকতাই হলো ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদ উৎসব পালনের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য। ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদের প্রধান বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা হলো পশু কোরবানি করা। কিন্তু বাহ্যিকতার এসব আনুষ্ঠানিকতায় মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব নয়, বরং আমাদেরকে কোরবানি দিতে হবে মনের পশুত্বকেও। আমাদের মনের পশুত্বগুলো হলো- স্বার্থপরতা, অহমবোধ, দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, মন্দ বাসনা, জোর-জবরদস্তি, ক্ষমতার দাপট প্রভৃতি। আমাদের মনের এই পশুত্ব মনোভাবগুলো আমাদেরকে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পশুত্ব এই মনোভাব ত্যাগ করা মানবীয় দুর্বলতা স্বভাববশতই কঠিন বটে। কিন্তু অসম্ভবেরও বিষয় নয়। কারণ মহান স্রষ্টা মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান-বুদ্ধি বা বোঝার ক্ষমতা। এইসব পশুত্ব মনোভাব ছাড়তে হলে আমাদেরকে বেছে নিতে হবে মহান ত্যাগের আদর্শ। আমরা অনেক সময় আমাদের ভালো-লাগা বা পছন্দের বিষয়গুলো ছাড়তে বা ত্যাগ করতে পারি না। তাই আমাদেরকে প্রতিনিয়তই চর্চার মধ্যে থাকতে হয়। ভালোবাসা, সহভাগিতা, সহযোগিতা, অনুগত থাকা, বাধ্যতা, সেবার বাসনা প্রভৃতি মহৎ কাজগুলো জীবনে চর্চার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের ত্যাগের বাসনাকে বৃদ্ধি করতে পারি এবং এর মধ্যদিয়ে ধীরে ধীরে মনের পশুত্বকে পরিহার করতে পারি। এভাবে ত্যাগের মহান আদর্শে ব্রতী হতে সক্ষম হলেই আমরা পশু কোরবানির সাথে সাথে নিজেদের পূর্ণভাবে স্রষ্টার নিকট নিবেদন করতে পারি। নিজেকে স্রষ্টার নিকট নিবেদনের মধ্যদিয়েই তাঁর সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভ করা যায়।

স্রষ্টার নিকট নিজেকে নিবেদন করার একটি বহিঃপ্রকাশ হলো সহভাগিতা। কারণ সহভাগিতা আমাদেরকে ভালোবাসতে শেখায়। ভালোবাসতে গেলে স্বভাবতই আমাদেরকে নিজের ভালো-লাগা বা পছন্দের কোনো কিছু কিংবা আমাদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে হয়। আর ত্যাগের আদর্শই পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণের মানুষ হওয়ার বাসনা জাগিয়ে তুলে। সহভাগিতার বিভিন্ন পন্থা বা উপায় রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, কোরবানিকৃত পশুর মাংস তিন ভাগ করে এক ভাগ গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করা। যার মধ্যদিয়ে সহভাগিতার মনোভাবই প্রকাশ পায়। বর্তমান বাস্তবতায় বন্যায় কবলিত বানবাসীরা আজ সবকিছু হারিয়ে অনেকেই পথে-ঘাটে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদের সাথে আমরা আমাদের ঈদের আনন্দ সহভাগিতা করতে পারি। তাঁদের সাহায্য করার মধ্যে যে আনন্দটা আমরা পাবো, তা হবে আমাদের এবছরের কোরবানি ঈদের আনন্দ উৎসব। তাই আসুন তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের ঈদের আনন্দটা সহভাগিতা করি এবং সহভাগিতার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের ভালোবাসার জায়গাটি আরো বিস্তৃত করে তুলি। আমাদের মনে রাখতে হবে কোরবানিকৃত মাংস বা রক্ত মহান স্রষ্টার নিকট পৌছায় না, বরং আমরা কি মনোভাব নিয়ে তা স্রষ্টার নিকট কোরবানি করি সেই বিষয়টিই মুখ্য। আমরা যদি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা, বিশুদ্ধ অন্তর এবং সহভাগিতার মনোভাব নিয়ে করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে নিশ্চয়ই মহান স্রষ্টার নিকট তা গ্রহণীয় হবে।

ঈদুল আযহার মূল ঘটনা বা পটভূমিই ত্যাগের আদর্শের কথা বলে। ইতিহাসে দেখি যে, মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম (আব্রাহাম) তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে কোরবানি বা উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ হযরত ইব্রাহিমের ভক্তি, বাধ্যতা ও বিশ্বাস দেখে খুশি হয়ে মহান আল্লাহ বেহেস্ত থেকে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দেন যেন হযরত ইব্রাহিম তা কোরবাণি দেন। বলা হয়ে

থাকে যে, হযরত ইব্রাহিমের বয়স যখন ৮৬ বছর তখন হযরত ইসমাইলের জন্ম হয়েছিল। তাহলে স্বভাবতই আমরা বুঝতে পারি যে, বৃদ্ধ বয়সের সন্তান পিতা-মাতার কাছে কতটা আদরের হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় নিজের প্রিয় এবং আদরের একমাত্র পুত্রকে আল্লাহর নির্দেশে কোরবানি করা কি পরিমাণ কষ্টের হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তবুও হযরত ইব্রাহিম মহান আল্লাহর মন সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে (ইসায়াক) কোরবানি করতে পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন। এদিকে স্বীয় পুত্র ইসমাইলও পিতার নিকট মহান আল্লাহ তা'আলাহর এমন নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত ইসমাইল (ইসায়াক) নিজেকে পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা হজরত ইব্রাহিমের এমন বিশ্বাস ও বাধ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তাই তিনি হযরত ইসমাইলের পরিবর্তে একটি দুম্বাকে কোরবানি দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিহাসে হযরত ইব্রাহিমের এমন অবিস্মরণীয় মহান ত্যাগের কথা বা পটভূমির আদর্শ অনুসরণেই বিশ্বের মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনেরা ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদ উৎসব পালন করে থাকেন।

ঈদুল আযহা পালন আমাদেরকে নতুনভাবে আবিষ্কারের আহ্বানও করে বটে। পুরনো জীবনের ভুল-ভ্রান্তি, পাপ-পঙ্কিলতা ভুলে গিয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নতুন ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ, আমাদের জীবনের সমস্ত স্বার্থপরতা, অহমবোধ, দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, মান-অভিমান কোরবানি দিয়ে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার হল ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদ পালনের বিশেষ আহ্বান। আমরা যখন হিংসা, লোভ- লালসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা এবং পরনিন্দার মতো পশুত্ব মনোভাবগুলো জীবনে চর্চা করি তখনই আমাদের মনের পশুত্ব জাগ্রত হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে তখন আমরা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ থেকে অজান্তেই নিজেকে বিরত করে ফেলি। মনের পশুত্বকে পরিহার বা ছাড়তে হলে আমাদেরকে মহান ত্যাগের আদর্শে ব্রতী হতে হবে।

হযরত ইব্রাহীম যেমন স্বীয় পুত্রকে মহান স্রষ্টার নির্দেশে কোরবানি করতেও প্রস্তুত ছিলেন, তেমনি আমাদেরও উচিত একে-অন্যের জন্য যে-কোনো পরিস্থিতিতে মহান ত্যাগের আদর্শে ব্রতী হতে। পবিত্র ঈদুল আযহা আমাদেরকে মহান ত্যাগের আদর্শে ব্রতী হয়ে পূর্ণ নিবেদিত প্রাণ হতে আহ্বান করে। মহান ত্যাগে ব্রতী হয়ে পূর্ণ নিবেদনের মনোভাব গড়ে তোলার এই দৃঢ় প্রত্যয় হোক এই বছর ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন। সকল মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদেরকে জানাই পবিত্র ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদের প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

১. কুরবানীর হৃদয় বিদারক ইতিহাস (রফিকুল ইসলাম সিরাজী)

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা-৩০,২০১৮ খ্রিস্টাব্দ॥

পালকীয় সম্মেলন ও আমার অনুধাবন

জয় চার্লস রোজারিও

১৬-১৮ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে হয়ে গেল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সম্মেলন। আমার সুযোগ হয়েছে এই সম্মেলনে যোগ দানের। এই সুযোগ দানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। একটি উপ-কমিটির সদস্য হওয়ার কারণে প্রায় পুরোটা সময় আমাকে এক জায়গায় বসে প্রত্যেকের কথা শুনতে হয়েছে। আমিও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে গুরুত্ব সহকারে এই শ্রবণ কার্যটি সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। মূলভাব যে বিষয়টা ছিল- সি্নড, এই সি্নডের বিষয়ে আমি প্রকৃত অর্থেই একটি সম্যক ধারণা পেয়েছি।

সি্নড মানে হচ্ছে মণ্ডলীর সকলে মিলে একসাথে যাত্রা করা। এই যাত্রা হচ্ছে বিশ্বাসের যাত্রা। আর এই মণ্ডলীর সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে যাত্রা করা নিয়ে যত আলোচনাই হয়েছে, একটা বিষয়ই বেশি আলোচিত হয়েছে, তা হচ্ছে পরিবার। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম সিনোডাল আলোচনায় প্রাধান্য পেয়ে বসল পরিবার। সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিল যে, মণ্ডলীকে সিনোডাল মণ্ডলী করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে পরিবারকে। প্রতিটি মানুষই যেহেতু পরিবার থেকে আসে, সুতরাং সেখানে, অস্তিত্বের গোঁড়ায় আগে যত্ন নিতে হবে।

আমরা নিজেরাও খুব ভালো করে জানি যে, আমাদের পরিবারগুলো ভালো অবস্থানে নেই। পরিবার ব্যবস্থা অনেকেরই ভেঙ্গে পড়েছে। আর এ সকল পরিবারের উন্নয়ন সাধন চাট্টিখানি কথা হবে না। অনেক সময় সাপেক্ষ এবং জটিল একটি ব্যাপার হবে আমাদের পরিবারগুলোকে সিনোডাল মন্ত্রে বাঁধা। পরিবারের সাথে মাদক বা নেশা জড়িত, যুবারা জড়িত, পেশা জড়িত, শিক্ষা জড়িত। কান টানলে মাথা আসার মত ব্যাপার আর কী! কোনো একটাকে বাদ রেখে পরিবার সিনোডাল পরিবার হবে না। আর মণ্ডলীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার মূল উৎসই হচ্ছে পরিবার। পরিবার থেকে আমরা শিখি কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়, কীভাবে মণ্ডলীতে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হয়, কীভাবে দান করতে হয়। যে পরিবারের সদস্যগণ নিয়মিত উপাসনায় যোগদান করে না, সে পরিবারের সন্তানও ধার্মিক হয়ে গড়ে উঠে না। যে পরিবারে গুরুজন ঘরে বসে মদ পান করে, কিংবা মদ্যপ হয়ে ঘরে ফিরে সে পরিবারের বাকি সদস্যও মাদকাসক্ত হয়ে উঠতে ভয় পাবে না। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া যে পরিবারে কমন ইস্যু, সে পরিবারের সদস্যরাও আদর্শ পিতা-মাতা হয়ে ওঠে না।

পরিবারের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ কারণেই পরিবার সমাজের অন্যতম প্রধান উপাদান। মিলন-সমাজ গড়তে হলে সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে মিলেমিশে ভালো কিছু করার জোরালো মনোভাব থাকতে হবে। আর এই মনোভাব শুধু পরিবারই দিতে পারে। শিক্ষিত, সচেতন, ধার্মিক, উদারমনা, পরোপকারী মনোভাবসম্পন্ন দম্পতির সন্তান সিনডে অংশ নিয়ে মণ্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর অশান্তিময় পরিবেশের সন্তান ঈশ্বরের উপর আস্থা হারিয়ে এই সিনোডাল মণ্ডলী থেকে দূরে চলে যাবে। এই যাত্রায় সে কখনোই শরিক হবে না।

এ বারের পালকীয় সম্মেলনে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ নিজের অজান্তেই এক বিশাল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। আর তা হচ্ছে পারিবারিক উন্নয়ন সাধন, যা কিনা সিনোডাল মণ্ডলী গড়ে তোলার অন্যতম উপাদান। আমাদের পরিবারগুলো আদতে ভালো নেই। মা-বাবার সম্পর্ক ভালো নেই, সন্তানের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্ক ভালো নেই, সহোদর-সহোদরাদের মাঝে বিবাদ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য, বৌ-শাশুড়ির বিবাদ- এগুলো হচ্ছে চলমান ও সাধারণ সমস্যা। এর উপর রয়েছে আরো নানান অসাধারণ সমস্যা। এই সবকিছু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সংশোধন করে পরিবারগুলোকে শুদ্ধ করে তুলতে হবে, যা মোটেও কোনো সহজ কাজ হবে না। যদি আমরা পরিবারের ৪জন সদস্যের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে ধার্মিক হয়ে উঠে বিশ্বাসের পথে যাত্রা করতে না পারি, তাহলে কীভাবে বাইরের ৫০জন মানুষের সাথে মিলে স্থানীয় মণ্ডলীর সহযাত্রাকে সম্ভব করে তুলবে!

সন্তান শিক্ষিত না হোক; কিন্তু মানুষ যেনো হয়!

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

সেদিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে একদল অভিভাবক তেড়ে এসেছেন; কারণ ক্লাসে বেয়াদবি করায় তার বেয়াদব সন্তানকে শাস্তি দিয়ে শিক্ষক বড্ড সাহস দেখিয়েছেন। আমি বলি- "শিক্ষকের এত সাহস থাকতে নেই, ছাত্রকে মানুষ করার দায় কাঁধে নেওয়ারও দরকার নেই!" ঐ যে যারা তেড়ে আসেন তারা তো নিজেরাই মানুষ নয়; তার সন্তান মানুষ হবে কি করে! যেই বাবা-মা শিক্ষককে সম্মান করতে জানে না সেই বাবা-মায়ের সন্তানরাই একদিন আজাতে-কুজাতে পরিণত হবে, শিক্ষককে খুন করবে, নিজের বাবা-মাকে খুন করবে, চুরি-ডাকাতি-ধর্ষণ-কোনোটাই বাদ যাবেনা। এটি বন্ধ করা যেতো যদি সেইসব পুরনো দিনের মত সন্তানকে ঈশ্বরের নামে শিক্ষকের হাতে তুলে দিতেন, শিক্ষকের দেয়া শাস্তিকে সন্তানের জন্য আশীর্বাদ বলে মনে করতেন, শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব ও কঠোরতাকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিতেন। শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের মমতার পাশাপশি শাসনও দরকার; যতটুকু শাসন করলে ঐ সন্তান নিজের ভুল সংশোধন করার তাগিদ অনুভব করবে। কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু গণ্ডমূর্খ বিত্তশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা সন্তানের জীবন গঠনের এই মূল্যবান শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনটুকু জানেন না বা মানেন না।

পরিবার ও শিক্ষাক্ষেত্রের সময়ের সুশাসন একটি সন্তানকে যতটা সুগঠিত ও উন্নত করতে পারে, তার মাত্রাতিরিক্ত আচরণের নাগাম না টানলে সেই সন্তান ঠিক ততটাই ক্ষতিকর ও বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। এই লাগাম টানার দায় যদি নির্দিধায় শিক্ষকের উপর ছেড়ে দেয়া হয় এবং তার শাসনকে সম্মান জানানো হয় তবে আমদের সন্তানেরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবেই। আর সেই সম্মান জানানোর মহান কাজটা সন্তানরা অবিভাবকের কাছ থেকে শিখবে। কারণ পিতা-মাতা ও শিক্ষকের প্রতি অনুগত সন্তান কখনোই খারাপ পথে বাড়তে পারে না, সেই আনুগ্যতই তাকে শুদ্ধতায় পরিণত করে।

কোনো কোনো বাবা-মা দুধ-কলা দিয়ে নিজের ঘরে কালসাপ পোষায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। যারা আদরের নামে সন্তানের সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সহ্য করে যাচ্ছেন, তাদের সন্তানরাই অশাসিত জীবন নিয়ে বেপরোয়াভাবে ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাচ্ছে। সন্তানের অপরাধের কথা জেনেও যারা সন্তানকে শাসনের সহিত নিয়ন্ত্রণ না করবেন, তার সাফাই গাইবেন সেই সন্তানেরা শুধু নিজের পরিবারে নয়; বরং সমাজ ও দেশের দুর্দশা ঘটাবে, অধর্ম করবে। যত রকম অন্যায়-অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে সেই সকল তরুণ ও যুবকদের দ্বারা যাদের বাবা-মায়েরা শিক্ষক বা জ্ঞানী গুণী মানুষের শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। সন্তানকে নিজের ঘরে সম্মানের সাথে বাড়তে দিন, নিজে সম্মানজনক আচরণ করুন, দেখবেন আপনার সন্তানই একদিন সম্মানের সহিত সকলকে সম্মানিত করবে।

সদু। ছোট বেলায় আমরা একক্লাসেই পড়েছি। চেহারার সাথে আচরণের অদ্ভুত মিল। স্কুলে না এসে পালিয়ে বেড়ানো সেই সদুকে সহপাঠিরা প্রতিদিন ধরে বেঁধে স্কুলে নিয়ে আসতো। চোখের সামনে দেখেছি সেই সদুর প্রতি শিক্ষকের কঠোর শাসন। সদুর পিঠে পড়া বেতের ঘা আমাদের শরীরে লাগতো। সেই ব্যথার কথা মনে করে প্রতিদিন স্কুলে এসেছি, নিয়ম করে পড়া শিখেছি, মানুষ হয়েছি। সদু পড়ালেখা পুরোটা শিখতে পারে নি, কিন্তু পুরোটা মানুষ হয়েছে এবং মানুষের মত মানুষ।

আপনার সন্তান শিক্ষিত না হোক, কিন্তু মানুষ যেনো হয়॥

স্মরণে রবে তুমি সবার অন্তরে, সদা-সর্বদা (১৪ পৃষ্ঠার পর)

পর্যায়ক্রমে খুলনা সেমিনারীর পরিচালক, সাতক্ষীরা ধর্মপল্লী, বানিয়ারচর ধর্মপল্লী, যশোর ধর্মপল্লী, যশোর ট্রেনিং সেন্টার, ভবরপাড়া ধর্মপল্লী, শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিত, ভারপ্রাপ্ত পাল-পুরোহিত ও সহকারী পাল-পুরোহিত হিসাবে সেবাকাজ করেছেন।

ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী: তিনি অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি খুব কম কথা বলতেন এবং যা বলতেন তা খুবই নম্রতার সহিত। তিনি সব সময় নিজের কাজে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বাগান করার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও ভাললাগা-ভালবাসা ছিল বিধায় বেশিভাগ সময় বাগানেই থাকতেন। সৃজনশীল কাজের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে আর্টের প্রতি। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, বিচক্ষণ, কোমড় ব্যবহার, দানশীল, দয়ালু, উদ্যেগী, সৃজনশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, কঠোর পরিশ্রমী, প্রকৃতিপ্রেমী, ধৈর্যশীল, উদার, স্বল্পভাষী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি কখনো মানুষকে আঘাত দিয়ে কথা বলতেন না এবং মানুষের সাথে কখনো দ্বন্দ্বেও জড়াতেন না। তিনি নিজের কষ্টের কথা নিজের মধ্যেই রাখতে পছন্দ করতেন। তিনি নিজের কষ্ট, দুঃখ, রাগ, অভিমান প্রকাশ করতেন না বা করতে পারতেন না। এমনকী জীবনের শেষ দিনগুলিতেও নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলেননী, বরং যাদের সামনে পেয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

অসুস্থতাকালীন সময়: তিনি শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে সহকারী-পাল-পুরোহিত হিসাবে সেবাকাজ করছিলেন। মনে করি নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে একদিন শিমুলিয়ার কবরস্থানে ফুলের বাগান পরিচর্যার কাজ করার সময় হঠাৎ স্ট্রোক করেন এবং তাঁর এক পাশ প্যারালাইসিস হয়ে যায়। তাঁকে অতিদ্রুত যশোরে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যশোর থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় আনা হয়। বিশপ হাউজে তাঁকে রাখা হয় এবং সেখান থেকে তাঁকে চিকিৎসা করানো হয়। পরবর্তীতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানো হয়। এসময় করোনা ভাইরাস ভয়াবহরূপ ধারণ করায় নিজের অনিচ্ছা সত্বেও সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরপর পরিবারের ও নিজের ইচ্ছায় তিনি বাড়িতে থাকার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তিনি বাড়িতেই থাকতে থাকেন। দিন দিন তাঁর শরীরের অবস্থা খারাপ হতে থাকায় তাঁকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে খুলনা এমসি হাউসে আনা হয়। সেখানে থাকতে থাকতেই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একই সঙ্গে তিনি করোনায় আক্রান্ত হন। এ সময় তিনি বিশপ হাউজে আসেন। এক পর্যায়ে তিনি লাঠি দিয়ে হাঁটতে থাকেন। শরীরের অবস্থাও কিছুটা উন্নতি হয়। এমন অবস্থায় তিনি হঠাৎ করে মুজগুন্নী ধর্মপল্লীতে থাকার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়। জীবনের শেষ দিন গুলি সেখানেই তিনি অতিবাহিত করেন। গত ২৯ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হার্ট অ্যাটাক করেন এবং তাঁর হার্ট ফেল হয়। এই অবস্থায় তাঁকে প্রথমে খালিশপুর ক্লিনিকে নেওয়া হয়। কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করতে না চাওয়ায় এবং তাঁর শরীরের অবস্থার অবনতি হওয়ায় খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করানো হয়। পাঁচ দিন পর সেখান থেকে ডাক্তার রিলিজ দিলে, তাঁকে ওই দিনই শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনায় ভর্তি করানো হয়। কিন্তু চার দিন রাখার পরও তাঁর শরীরের অবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় ডাক্তারগণ তাঁকে রিলিজ করে দেন। পরে ১১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, আনুমানিক ২.১৫ মিনিটে মুজগুন্নী ধর্মপল্লীতে মৃত্যু বরণ করেন। পরের দিন তাঁকে সেখানেই তাঁর ভ্রাতৃযাজকদ্বয় ফাদার আলফ্রেড পুণ্য বিশ্বাস ও ফাদার ফিলিপ সুজিত সরকারের পাশে সমাহিত করা হয়।

পরিশেষে, খুলনা ধর্মপ্রদেশ আজ কৃতজ্ঞ মহান ঈশ্বরের অসীম দয়ার প্রতি কারণ তিনি শ্রদ্ধেয় ফাদার জন গোপাল বিশ্বাসকে আহ্বান করেছিলেন, মনোনীত করেছিলেন, তাঁরই যাজক হিসাবে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ ৩৫ বছর তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার শক্তি, সাহস ও মনোবল দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় ফাদার জন গোপাল বিশ্বাসকে; যিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পবিত্র, বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠভাবে সেবাকাজ করেছেন। তাঁর এই মহান আত্মদানের জন্য ঈশ্বর তাঁর এই মহান সেবককে অনন্ত শান্তি দান করুন। শ্রদ্ধেয় ফাদার জন গোপাল বিশ্বাসের জন্য মহান ঈশ্বরের কাছে এই আমাদের একান্ত চাওয়া ও আকুল প্রার্থনা॥

স্মরণে রবে তুমি সবার অন্তরে, সদা-সর্বদা

ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস

ভূমিকা: জন্ম এবং মৃত্যু, ছোট্ট দু'টি শব্দ। যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আর তাই তো এ দু'টি শব্দই মানব জীবনের দু'টি চরম বাস্তবতা, অমোঘ নিয়তি ও চিরন্তন সত্য। জন্মের মধ্যদিয়েই এ পৃথিবীতে মানব জীবনের সূচনা হয়; আর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে এ পৃথিবীতে সেই জীবনেরই পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে, জন্ম ও মৃত্যু মানব জীবনের দু'টি প্রবেশ পথ। একটি পথ দিয়ে মানুষ মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে; এবং অন্য পথ দিয়ে সেই মানুষ'ই অমৃতলোকে প্রবেশ করে। একটা শিশু যখন এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন আমরা কত আনন্দ করি, উৎসব করি, উল্লাস করি, ভোজ করি; কিন্তু সেই মানুষই যখন মারা যায় তখন আমরা কত দুঃখ করি, শোক করি, বিলাপ করি, আহাজারি করি। কিন্তু মজার বিষয় হলো- এ মর্ত্যমানুষের মৃত্যুতে অমৃতলোকে আনন্দ ও উৎসবের সূচনা হয়, কারণ মর্ত্যমানুষের মৃত্যুই যে অমৃতলোকে তার নবজন্মের দিন। মানুষের মুখে বহুবার শুনেছি, 'ঈশ্বর, ভাল মানুষকে এ পৃথিবী থেকে তাড়াতাড়ি তুলে নেন; আর খারাপ মানুষকে মন পরিবর্তনের সুযোগ হিসাবে এ পৃথিবীতে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখেন'! বিশেষ করে এমন কথা বেশি শুনেছি যখন একজন মানুষ হঠাৎ করে মারা যান, কিংবা অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যান। কিন্তু আসলেই কি তাই! জানি না, সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে এটা জানি ও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি- সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট মানুষকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ও নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; আর তাই সেই নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ ও কর্ম-দায়িত্ব শেষ হলেই তিনি আবার তাঁর কাছে মানুষকে ডেকে নেবেন, "আমার সমস্ত সত্তা তোমারই রচনা; মাতৃগর্ভে তুমিই তো বুনে বুনে গড়েছ আমায়!... ছিলাম যখন আমি অগঠিত ভ্রূণ, তখন থেকেই তুমি দেখেছ আমায়; তোমার আপন গ্রন্থে তখন থেকেই লেখা ছিল, রূপায়িত ছিল আমার আয়ুর প্রতিদিনের কাহিনী, যদিও হয়নি শুরু জীবনের একটিও দিন" *(সাম ১৩৯:১৩-১৬)*। কিন্তু এই অমোঘ সত্য জানা সত্ত্বেও রক্ত-মাংসের দুর্বল মানুষ হিসাবে প্রিয়জনের সাথে বিচ্ছেদের বেদনা আমরা সহ্য করতে পারি না বলেই প্রিয়জনের মৃত্যুতে এতো কান্না করি, বিলাপ করি, আহাজারি করি, ভেঙ্গে পড়ি, 'প্রিয়জন তোর মানবে না কোন বারণ অজুহাত। কাঁদবি তুই সে লভিবে মহাপ্রেমিকের সাক্ষাত' (গীতাবলী-১১৬০)। যদিও খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি মৃত্যুর মধ্যদিয়েই আমাদের প্রিয়জন অমৃতলোকে পিতার সাথে মিলিত হয়েছে এবং আমরাও একদিন তাদেরই সাথে মিলিত হবো, "সেদিন ধূলোর দেহটা ফিরে যাবে মাটির বুকে, যেমন সে এসেছিল একদিন এই মাটি থেকে। আর প্রাণবায়ু ফিরে যাবে ঈশ্বরেরই কাছে, সেই প্রাণদাতা ঈশ্বরেরই কাছে" *(উপদেশক ১২:৭)*!

ফাদার জন গোপাল বিশ্বাস: ঈশ্বরের একজন নম্র, বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান সেবক ও যাজক। যিনি গত ১১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। বিশ্বাস করি এখন তিনি মহান ঈশ্বরের সান্নিধ্যেই আছেন। আমার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর সঙ্গে যাজক হিসাবে প্রৈরিতিক কাজ করার তবে একই গ্রামের ছেলে হিসাবে মাঝে মাঝে সুযোগ হয়েছে আলাপ-আলোচনা, জীবন সহভাগিতা করার। তাই স্বল্প পরিসরে চেষ্টা করছি তাঁর জীবন, কাজ, গুণাবলী, অসুস্থতা ও মৃত্যু সম্পর্কে আলোকপাত করতে।

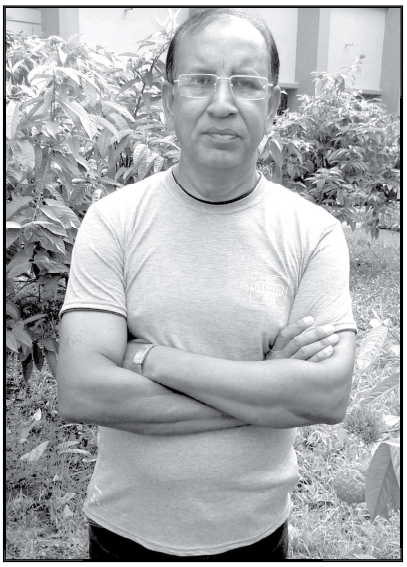

জন্ম ও বেড়ে ওঠা: শ্রদ্ধেয় ফাদার জন গোপাল বিশ্বাস ২ জুন, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত শিমুলিয়া ধর্মপল্লীর শিমুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নাথানায়েল বিশ্বাস ও মা শান্তিনা বিশ্বাস ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ঈশ্বর-নির্ভরশীল ও ধার্মিক মানুষ। তাঁর বাবা ছিলেন একজন কৃষক ও মা গৃহিণী। পরিবারে সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। তিনি জন্মের পাঁচ দিন পর ৮ জুন, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। স্বভাবে মিদু বা স্বল্পভাষী ফাদার জন গোপাল বিশ্বাস পিতা-মাতার আদর্শে নিজেকে গঠন করেছিলেন এবং জাভেরিয়ান ফাদারদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় ছোটবেলা থেকেই যাজক হবার তীব্র বাসনা হৃদয় গভীরে লালন-পালন করেছিলেন। অন্যদিকে মিশন বাড়ির পাশে হবার কারণে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ, সেবক হয়ও। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করার কারণে এ মনোবাসনা বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি সেন্ট লুইস প্রাইমারী ও হাই স্কুল, শিমুলিয়া থেকে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তিনি সেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী (১৯৬৬-১৯৭৩) পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারীতে যোগদান করে সেন্ট যোসেফ'স স্কুল, খুলনাতে সপ্তম থেকে এসএসসি (১৯৭৪-১৯৭৭) পর্যন্ত পড়াশোনা করেন; রমনা সেমিনারী থেকে নটরডেম কলেজ, ঢাকায় আইএ ও বিএ (১৯৭৭-১৯৮১) পড়াশোনা করেন। তিনি ছাত্র হিসাবে মোটামুটি ভাল ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি সৃজনশীল কাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি ভাল আর্ট করতেন।

সেমিনারী জীবন: যাজক হবার বাসনা নিয়ে তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারী, খুলনাতে যোগদান (১৯৭৩-১৯৭৭) করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে পোষ্ট এসএসসি ও ইংরাজী কোর্স, বান্দুরা সেমিনারী (১৯৭৭); সাধু যোসেফের সেমিনারী, রমনা (১৯৭৭-১৯৮১); পোষ্ট এইসএসসি কোর্স, জলছত্র (১৯৭৯); দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে (১৯৮১-১৯৮৭) গঠন-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরই মাঝে তিনি খুলনা ধর্মপ্রদেশের শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে ১৯৮৪-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে রিজেন্সি বা এক বছরের প্রৈরিতিক অভিজ্ঞতা সুসম্পন্ন করেন।

ডিকন ও যাজকীয় অভিষেক: তিনি বিভিন্ন সেমিনারী থেকে যাবতীয় গঠন-প্রশিক্ষণ শেষে ৭ জুন, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি কর্তৃক ঢাকায় ডিকন পদে অভিষিক্ত হন এবং খুলনা ধর্মপ্রদেশের শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে ছয় মাসের পরিসেবকীয় প্রৈরিতিক অভিজ্ঞতা শেষে বিশপ মাইকেল এ ডি'রোজারিও কর্তৃক ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে যাজক পদে অভিষিক্ত হন। পরেরদিন ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে তিনি তাঁর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন।

পালকীয় সেবা দায়িত্ব: শ্রদ্ধেয় ফাদার জন গোপাল বিশ্বাস তাঁর ৩৫ বছরের যাজকীয় জীবনে খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে, সেমিনারীতে ও ট্রেনিং সেন্টারে সেবাকাজ করেছেন। যাজক হিসাবে তিনি শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল-পুরোহিত হিসাবে তাঁর প্রথম সেবাকাজ শুরু করেন। এরপর

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হরলিক্স

সাগর কোড়াইয়া

মা বলতেন ছোটবেলায় আমি নাকি হরলিক্স খাইনি। আর না খাওয়ার কারণও ব্যাখা করতেন। আমার জন্মের সময়ে বাবার চাকুরী চলে যায়। আর্থিক দৈন্যতা তখন ঘাড়ে চেপে বসে। হরলিক্স খাওয়া তখন বড়লোকিপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশাপাশি মা বেশ তৃপ্তির সাথেই বলতেন, আমার বড় ভাইয়ের প্রচুর হরলিক্স খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সে সময় বাবার চাকুরীটা নাকি ছিলো বেশ ভালো। হরলিক্স খাওয়ার পর প্রচুর পরিমাণ হরলিক্সের জার জমা হয়েছিলো বাড়িতে। সেগুলো হকার এসে কেজি দরে কিনে নিয়ে যায়।

পরবর্তীতে আমার আর কোনদিন হরলিক্স খাওয়া হয়ে উঠেনি। হরলিক্সের স্বাদ কেমন তাও জানা ছিলো না। মুদি দোকানে গেলে সাজিয়ে রাখা হরলিক্সের জারগুলোর গায়ে লেখা পড়তাম। টেলিভিশনে হরলিক্সের বিজ্ঞাপনগুলো ছিলো আকর্ষণীয়। বিজ্ঞাপনগুলো হ্যাঁ করে দেখে হরলিক্সের স্বাদ পাবার চেষ্টা করেছি। হরলিক্স খেয়ে শরীরে শক্তি ও হাড় মজবুত করার কথা বলা হতো বিজ্ঞাপনে। কিন্তু এখন যখন বিজ্ঞাপনগুলোর কথা মনে পড়ে- একাকী হেসে উঠি। ভাবি- হরলিক্স না খেয়েও তো শরীরে শক্তি কম না!

একবার গল্পের এক ফাঁকে আমারই এক বন্ধু বলছিলো, হরলিক্স খাওয়া আর গমভাঙ্গা, চিনি ও দুধ একসাথে মিশিয়ে খাওয়া নাকি একই। আমার কাছে কেন যেন কথাটি মনোমত হয়নি। হরলিক্সের গায়ে কত ধরণের উপাদানের নাম লেখা। সে উপাদান কি আর গম, চিনি-দুধ থেকে পাওয়া যায়! গবেষণা করে লাভ নেই; কারণ শত হোক হরলিক্স খাইনি। আমাদের বাড়ির পাশে আমারই বয়সী একজন প্রাইমারী স্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম। পড়াশুনায় ছিলো একদম কাঁচা; যাকে বলে গোবর গনেশ। তবে ছেলের ভালো রেজাল্টের জন্য বাবা-মায়ের প্রচেষ্টাই ছিলো বেশী। আমার সাথে পড়াশুনায় কখনোই কুলিয়ে ওঠতে পারেনি। আমার চেয়ে যেন ভালো রেজাল্ট করে তাই বাবা মা ওকে কখনো পান্তা ভাত খেতে দিতো না। যুক্তি- পান্তায় কোন ভিটামিন নেই। ছেলের সর্দি লাগবে। বুদ্ধি বাড়বে না। বাবা মা ছেলেকে প্রতিদিন হরলিক্স খাওয়ায় বুদ্ধি বাড়ানোর জন্য। স্কুলের ব্যাগে হরলিক্সের জার ভরে দিতো মা। একদিন দেখি ক্লাসের ফাঁকে চামচ থেকে জিহ্বা দিয়ে চেটেপুটে হরলিক্স খাচ্ছে। দেখে আমার এত খেতে ইচ্ছা হয়েছিলো। তবে আত্মসন্মানবোধ আমার সে বয়সেই ব্যাপক।

ছেলেটিকে ওর মা পরীক্ষা লিখতে যাবার আগে ডিম খাইয়ে পাঠাতো। যুক্তি ডিম খেলে বুদ্ধি বাড়ে। পাশাপাশি মজার বিষয় হচ্ছে- ডিমের কুসুম খাওয়াতো না। ছেলেটিই আবার ক্লাসে এসে ডিমের কুসুম না খাওয়ানোর কারণ ব্যাখ্যা করতো। মা বলেছে- ডিমের কুসুম খেলে পরীক্ষার খাতায় কুসুমের মতো গোল্লা পেতে হবে। সে বয়সে আমরা যারা ওর কথা শুনতাম খুব সহজেই বিশ্বাস করতাম। অবশেষে ছেলেটি আর হাইস্কুলের দরজা মাড়াতে পারেনি। তার আগেই পড়াশুনায় ইস্তেফা দিয়ে চাকুরীতে চলে গিয়েছে। কখনো ভাবিনি আর কোন দিন হরলিক্স খাওয়া হবে। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন! নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে অবশেষে হরলিক্সের স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হলাম। ইতিমধ্যে পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে বেশ ভালো একটা চাকুরীতে ঢুকেছি। কোম্পানীর বদৌলতে বছরে অন্ততপক্ষে দুটি বিদেশ ট্যুরে যাবার সৌভাগ্য হয়। দেশের অভ্যন্তরেও ঘোরা হয় বেশ। দিনে দিনে দেশী খাবারের পাশাপাশি বিদেশী খাবারের হরেক রকম অভিজ্ঞতা হতে লাগলো।

সে বছর থাইল্যাণ্ডে ট্যুর। চাকুরীতে সদ্য যোগদানকারী সুন্দরী কলিগের সান্নিধ্যে বেশ কেঁটে যাচ্ছিলো বিদেশে। সাতদিনের ট্যুর। দামি হোটেলে থাকা-খাওয়া। সকাল, দুপুর-রাতে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে খাওয়ার জন্য নেমে আসি। কোম্পানীর মিটিং-এ যোগ দিই আর ঘোরাঘুরি তো রয়েছেই। এমনি এক সকালে খেতে বসেছি। তখনো পর্যন্ত খাবার টেবিলগুলো ফাঁকা। আমি বসার পর পরই আমার সুন্দরী কলিগ এসে হাজির। দু'জনে সকালের নাস্তা খাচ্ছি। টুকটাক গল্পও হচ্ছে বেশ। সকালের নাস্তার সাথে চিনিবিহীন কফি খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে আমার। এসেই কফির অর্ডার দিয়েছিলাম। টেবিলে কফিভর্তি গ্লাস রেখে গেল টেবিলবয়। নাস্তা খাওয়ার পর কফির কাপে ঠোঁট লাগালাম। বুঝতে পারলাম এ কফি নয়। তবু কি মনে করে যেন চুমুক দিলাম। মিষ্টি মিষ্টি লাগলো। আমার বেশ কৌতুহল হলো! খেয়েই যাচ্ছি। বুঝতে পারছি না কি খাচ্ছি। আমার সুন্দরী কলিগকে দেখি ঠিক আমার মতোই অবস্থা। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। জিজ্ঞাসা করতেই জানালো, হরলিক্স অর্ডার করেছিলো কিন্তু ভুল করে কফি দিয়ে গিয়েছে। কলিগের কথা শুনে কি বলবো বুঝতে পারছি না। তবে বুঝতে পেরেছি, কফির বদলে আমাকে হরলিক্স আর কলিগকে কফি দেওয়া হয়েছে। হরলিক্স না খাওয়ার বন্ধ্যাত্ব এতদিনে দূর হলো কিন্তু আপসোসের বিষয় সুন্দরী কলিগকে সে কথা বলতে পারিনি॥

গোধুলী সন্ধ্যা

- সপ্তর্ষি

গোধুলী কালো সন্ধ্যায় হৃদয় আকাশে
সুখ তারাটি উদিত হয় নতুন করে
বসে বাতায়নে পশ্চিম পানে চেয়ে
মিলতে চায় এ মন তারাটির সাথে।
দিনের শেষে চেয়ে দেখি চারিদিকে
ফিরছে সবাই নিজ নিজ আবাসে
পূর্ণ করে দিন, ক্লান্তি ভরা প্রাণে
মিলতে সবাই পরিজনের সাথে।
আঁকা-বাঁকা সেই রেল লাইনটি ধরে
সবার অগোচরে নির্জন অন্তরালে
রোজ তুমিও আসতে মোর দুয়ারে
দু'হাত ভরে একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে।
দিনের পর দিন পার হলো কতদিন
আজ আর আসো না ফিরে তুমি
মেঘলা আকাশের চারিদিকে খুঁজি
সুখ তারাটি মতো করেছে বুঝি আড়ি।
দিনের সায়হ্নে তাই ক'রে অতি ভয়
গোধুলির কালো অন্ধকার যখন হয়
নিজের অজান্তে দাও মনে কত ব্যাথা
সে আর কেউ না তুমি গোধুলী সন্ধ্যা।

মানবতা এখনো বেঁচে আছে

তেরেজা সোমা ডি' কস্তা

শ্রীলঙ্কার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বের সবাই কমবেশি অবগত। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অপ্রতুলতা এখন চরমে। চাল-ডালসহ খাদ্যদ্রব্য অল্প বিস্তর যা-ও পাওয়া যাচ্ছে সেসবের মূল্য আকাশ ছোঁয়া। যা সাধারণের সামর্থের বাইরে। সংসার সামলাতে সবাই যেন হিমহিম খাচ্ছেন। এই মুহূর্তে মাত্র এক মাসের খাবার মজুত রয়েছে দেশটিতে। এইসব কিছুর মূলে রয়েছে ডলারের ঘাটতি। ডলার নেই তাই প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করা যাচ্ছে না, যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীলঙ্কার আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে পর্যটন শিল্প। করোনা মহামারিতে এই শিল্পে ধ্বস নামে। অন্যদিকে চীনের কাছ থেকে মোটা অংকের ঋণ নিয়ে বিলাসবহুল অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাসায়নিক সারের বিকল্পে সরকারের আর্গানিক সারের অদূরদর্শী প্রকল্পের কারণে খাদ্য উৎপাদনে বিরাট ঘাটতি যাচ্ছে। ধানসহ খাদ্য উৎপাদন কমে গেছে এক তৃতীয়াংশে। সাথে পরিবারতান্ত্রিক সরকারের দুর্নীতি তো রয়েছেই।

বিদ্যুৎ, গাস, পেট্রোল, ডিজেলসহ সকল প্রকার জ্বালানীর অভাব পৃথিবীর যে কোন দেশের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। গ্যাসের দোকানে লাইন, পেট্রোল পাম্পে লাইন, কেরোসিনের দোকানে লাইন, শুধু লাইন আর লাইন। রাস্তায় মাইলের পর মাইল লাইন। অভুক্ত অবস্থায় ৩/৪দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে হয়তো মিলছে জ্বালানীর তেল। শুধুমাত্র নিম্ন আয়ের মানুষই নয়, এই অভিজ্ঞরতার মুখোমুখি উচ্চবিত্তরাও। অনেকে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হয়ে পড়ছেন অসুস্থ, এ পর্যন্ত মৃত্যুও হয়েছে ১০ জনের। এ যেন দুর্বিসহ চিত্র। তবুও মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে, নয় তো পুরো পরিবারকে উপোষ থাকতে হবে।

অন্যদিকে দিনের বেশিরভাগ সময় বিদ্যুৎ না থাকার কারণে ছোটছোট ব্যাবসা-বাণিজ্যসহ বড়বড় কলকারখানা এবং উৎপাদন সবই বন্ধ থাকছে। গ্যাসের অভাবে বন্ধ রয়েছে ছোটবড় রেস্টুরেন্ট, বেকারি, কনফেকশনারিসহ সব রকম মুখরোচক রাস্তার খাবার। কেবলমাত্র খাবারই নয়, হাসপাতালে ওষুধ নেই, লেখাপড়ার জন্য পর্যাপ্ত কাগজ নেই। জ্বালানী সংকটের কারণে ডাক্তার-রোগী, ছাত্র-শিক্ষক কিংবা সাধারণ জনগণ কেউই নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছেনা। ফলে চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

জ্বালানী সাশ্রয় করতে জুন মাসের শুরুতে সরকার সরকারি সব প্রতিষ্ঠানে শনি, রবির সাথে শুক্রবারও ছুটি ঘোষণা করেছে। সেই সাথে প্রত্যেক কর্মীকে পালাক্রমে সপ্তাহে মাত্র ৩ দিন কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার আদেশ দিয়েছে। শহরাঞ্চলের স্কুলে চলছে ছুটি এবং গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহে স্কুল ৩দিন খোলা। করোনা মহামারির সেই দিনগুলির মতোই চলছে অনলাইন ক্লাস। মানুষজন কাছে পিঠে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, নয়তো পুরোপুরি ঘরবন্দি।

গত একমাস আগে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত শিশুরা হাসপাতালে ভর্তি হলে গবেষণায় পাওয়া যায় অসুস্থ শিশুদের ১৭ শতাংশ অপুষ্টির শিকার। সম্প্রতি এক জরিপে প্রকাশ পেয়েছ, দেশের প্রতি ১০টি পরিবারের মধ্যে ৭টি পরিবার তাদের খাদ্যের বাজেট সিমিত করেছে।

সবার ঘরেই অভাব। এই অভাবের মধ্যেও মানবতা এখনো যে বেঁচে আছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষ। সরকারের বড়বড় মন্ত্রী-মিনিস্টাররা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকলেও সাধারাণ মানুষ কিন্তু একে অপরের কথা ভুলে যাচ্ছে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ভুলে মানুষ একে অপরের পাশে দৌড়াচ্ছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে সহযোগিতার হাত। অভুক্ত মানুষ যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে তখন সামর্থবান মানুষ অপেক্ষমান মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছে। বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের মালিকরাও দিচ্ছেন খাবার। চালের অভাবে ভাত দিতে না পারলেও দিচ্ছেন বিকল্প খাবার।

শ্রীলঙ্কার জনগণ প্রধান খাদ্য হিসেবে শুধুমাত্র ভাতের উপর নির্ভরশীল নয়। মিষ্টি আলু, শিমুল আলু, কাঁঠাল, দেল (এক প্রকার সবজি আছে যা বাইরে থেকে দেখতে অনেকটা কাঁঠালের মত, এতে ভাতের সমপরিমান শর্করা রয়েছে) সেদ্ধ করে খেয়ে থাকেন। আর এসব কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ভাবেই উৎপাদন হয় না, প্রত্যেকটি বাড়ির উঠানেই এসবের ফলন হয়। এসব খাবারের পাশাপাশি চা, শরবত যে যা পারছেন, নিজেদের যা আছে তা দিয়েই রোদে পোড়া, মেঘ-বৃষ্টিতে ভেজা অভুক্ত মানুষগুলোর মুখে তুলে দিচ্ছেন। এই অভাব আর নাই-য়ের দুঃসময়ে যা এক বিরাট এবং বিরল দৃষ্টান্ত। অভাবের এই চরমমুহূর্তে সহভাগিতার এই চিত্র সত্যি অবাক করে। মনে হয় আমার বাংলাদেশের পরিস্থিতি এমন হলে মানবতার এই চিত্র কি ঠিক এমনই হত?

একদিকে সরকারবিরোধী আন্দোলন চলছেই, যদিও সরকারের সেইদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তবে সাধারণ মানুষের আশা ও বিশ্বাস এমন দিন খুব বেশিদিন থাকবে না। খুব শিগ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। আবার সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে দক্ষিণ এশিয়ার মুক্তা খ্যাত শ্রীলঙ্কা। প্রতিবেশীর সকল পাঠকদের প্রতি শ্রীলঙ্কার জন্য বিশেষ প্রার্থনার অনুরোধ রইল॥

MAWTS

Mirpur Agricultural Workshop & Training School
(A Trust of Caritas)

ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা
কারিতাস বাংলাদেশ

ডিআইআর/২০২২-২৩/০৭

০৫.০৭.২০২২

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মট্স কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাস্ট। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস সুইজারল্যান্ডের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মট্স প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অধিভূক্ত। মট্স কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ স্থানীয় একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মানসম্মত কারিগরি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাতে-কলমে (on the job training) বিভিন্ন কারিগরি কাজ শিখিয়ে দেশ/বিদেশের জন্য দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষে মট্স-এ BTEB অনুমোদিত বিভিন্ন টেকনোলজিতে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসহ দুটি ট্রেডে তিনবছর মেয়াদি লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্সে (এলটিএমসি) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ ছাড়া ৮০ ধরনের মডুলার প্রশিক্ষণ কোর্স, স্কীল টেস্ট, বিভিন্ন এসেসিয়েশনের সাথে সীপ (SEIP) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তার জন্য নিম্নবর্ণিত পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগসহ প্যানেল তৈরীর লক্ষ্যে আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

পদের বিবরণ	শিক্ষাগতযোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মাসিক বেতন
১. **পদবী:** এসিস্ট্যান্ট ইনস্ট্রাক্টর (ডিপ্লোমা) টেকনোলজি ও পদের সংখ্যা: ক) মেকানিক্যাল - ২ জন	১. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা (সিজিপিএ ৩.৫০) অথবা বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ; ২. কমপক্ষে তিন বছরের শিক্ষকতা/প্রশিক্ষণ কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা; ৩. কম্পিউটার (MS word/ MS Excel) ও E-mail চালনায় পারদর্শী। ৪. মাসিক বেতন ১৪,০০০ টাকা। অভিজ্ঞদের বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। ৫. নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

আবেদনের শর্তাবলী:

১. জীবন বৃত্তান্ত: (ক) প্রার্থীর নাম (খ) পিতা/স্বামীর নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ ও NID নাম্বার (ঙ) স্থায়ী ঠিকানা (চ) যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর (ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (জ) ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ সাদা কাগজে নিম্নসাক্ষরকারী বরাবরে আবেদন করতে হবে।
২. বয়স: সকল পদের ক্ষেত্রে বয়স ২৫ হতে ৩৫ বৎসর (১২/০৬/২০২২ অনুযায়ী)। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
৩. আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্কশীটের সত্যায়িত কপি (খ) জাতীয়তা ও চারিত্রিক সনদপত্র (গ) অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (ঘ) NID-এর ফটোকপি (ঙ) সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৪. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে।
৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে সম্পূর্ণ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হবে ও সংস্থার নিয়মানুযায়ী সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।
৬. ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৭. ধূমপায়ী প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
৮. আবেদনপত্র অবশ্যই ডাকযোগে পাঠাতে হবে, কোনক্রমেই সরাসরি কিংবা হাতে হাতে জমা দেয়া যাবে না।
৯. যেকোন ধরনের সুপারিশ বা যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। এই বিজ্ঞপ্তি কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় স্থগিত বা বাতিল করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
১০. খামের উপর পদের নাম উল্লেখসহ আবেদন পত্র আগামী ১২ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইমেল/নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

পরিচালক
মটস
১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।
ইমেল: <mawts@caritasmc.org>

বিজ্ঞ/২০২/২২

বাংলার জনপদ থেকে

স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ স্বগর্বে দৃশ্যমান

ফাদার সুনীল রোজারিও

সাধারণভাবে স্বপ্নকে বলা হয়, মানুষের ভিতরকার চাহিদার অভিব্যক্তি। ঘুমন্ত অবস্থায় এবং অজান্তেই কিছু গল্প, বিনোদন, রোমান্স, ভয়ার্ত দৃশ্য সামনে আসে। মনোবিদদের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি রাতে তিন থেকে ছয়বার স্বপ্ন দেখেন। প্রতিটি স্বপ্ন পাঁচ থেকে ২০ মিনিট স্থায়ী হয়। তাদের মতে, ঘুম ভেঙ্গে গেলে ৯৫ ভাগ স্বপ্নই তারা ভুলে যান। তাদের মতে, অন্ধেরা নাকী বেশি বেশি স্বপ্ন দেখেন। বাংলার জনপদজুড়ে কতো রকমের যে স্বপ্নের কথা বলা আছে, তা বলে কয়ে শেষ করা যাবে না। নানা রকমের স্বপ্ন বিলাস আছে- এই যেমন দিবা স্বপ্ন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন, জেগে থেকে স্বপ্ন, স্বপ্নে রাজা বাদশা হয়ে যাওয়া, আকাশে উড়া, কুঁড়ে ঘরের আঙিনায় অট্টালিকা, ছিড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন, আরো কতো কী। স্বপ্ন নিয়ে অনেক সাহিত্য ও গানও রচিত হয়েছে। অনেক সময় আবার স্বপ্ন ও ধর্ম এক জায়গায় হয়ে যায়। এদিকে আমাদের দেশে স্বপ্নকে সহজেই অন্ধবিশ্বাস ও গুজব বানিয়ে ফেলা যায়। যেমন স্বপ্নে দেখেছে পুকুরের জল খেলে সর্বপ্রকার রোগ নিরাময় হবে। আর যায় কোথায়- একদিনেই পুকুরের জল নিঃশেষ। কেউ স্বপ্নে ঝোঁপের আড়ালে কোনো এক সাধুকে দেখেছেন- পরেরদিন মানুষের পদভাড়ে ঝোপ-জঙ্গল সাফ। প্রচলিত এসব স্বপ্ন ছাড়া আর একটি স্বপ্ন আছে- সেটা হলো সৃজনশীল স্বপ্ন। একটি পরিকল্পিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান হলো- স্বপ্নের গভীরে প্রবেশ করা। সেই পরিকল্পিত স্বপ্নই আজ বাস্তবে রূপলাভ হয়েছে- সেটাই হলো আজকের স্বপ্ন, বহুমুখী পদ্মা সেতু।

কোনো স্বপ্নই বাস্তবায়িত হয় না যদি স্বপ্নের গভীরে প্রবেশ করা না যায়- স্বপ্নের সঙ্গে জাতির স্বপ্ন এক হয়ে না ওঠে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে তাই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বপ্নের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। দেখেছিলেন গোটা জাতির স্বার্থকে। ফলে একজনের স্বপ্নের গর্ব হয়ে উঠেছে পুরো দেশের স্বার্থ, গর্ব। দৃঢ়তা, সৎসাহস এবং জাতির স্বার্থ এই সৃজনশীল স্বপ্নের মধ্যদিয়ে তিনি দেশকে আর একটি গৌরবের শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। জনগণের স্বার্থ ও সমর্থন জড়িত হলে অসম্ভব বলতে কিছু থাকে না। জনগণের অর্থায়নে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বিশ্বের কাছে আজ নজির হয়ে থাকলো।

আইফেল টাওয়ার বললে বুঝি ফরাসি দেশ, স্টেচু অব লিবার্টি বললে আমেরিকা, মহাপ্রাচীর বললে বুঝি চীন দেশ, আর তাজমহলের দেশ বললে বুঝি ভারত। রোম নগরের স্থাপত্য শিল্প দেখার জন্য বিস্ময় নিয়ে পর্যটকরা ভ্রমণ করছেন। মনে হয় অচিরেই বিশ্ব সম্প্রদায় বলবে, পদ্মা সেতুর দেশ- বাংলাদেশ। আমাজন নদীর পরেই এই খরস্রোতা পদ্মার উপর নির্মিত সেতু ঘিরে গড়ে উঠবে একটি পর্যটন-শিল্প- একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল। নির্মাণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে ব-কলম হলেও এর কারিগরি দিক দেখে-শুনে মনে হয়েছে- একদিন এই পদ্মা সেতু বিশ্বে সেতু নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেবাসে স্থান করে নিবে।

পদ্মা সেতু থেকে অর্থনৈতিক সুফল লাভ করতে হলে দেখতে হবে সেতুর সঙ্গে জড়িত অবকাঠামো। প্রসঙ্গক্রমে প্রথমেই বলা যায়- সেতু সুবিধার ফলে মানুষের চলাচল বৃদ্ধি পাবে, যান বাহনের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘ ও কষ্টকর ভ্রমণের কারণে যারা পদ্মা পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবতেন না- তারা এখন চাইবেন উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উচ্চশিক্ষাসহ নানা সুবিধা পেতে রাজধানীতে আসতে। তাতে করে রাজধানীর উপর অত্যাধিক চাপ বাড়বে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে যান বাহন। যানজটে ঢাকাবাসী এমনিতেই অতিষ্ঠ। সঙ্গে ২১টি জেলার মানুষ ও যান বাহনের বাড়তি চাপ বিবেচনায় এনে মোবাবেলা করার জন্য রাজধানীর অবকাঠামো তেমন বাড়েনি। এই বিষয়টি জরুরিভাবে এখন সামনে এসেছে- তাই দেখতে হবে জরুরিভাবেই।

শুধু দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলা ঘিরে সেতুকে দেখলে চলবে না। এর সুফল এবং অর্থনীতিকে তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত আমলে রাখতে হবে। এই পদ্মা সেতুকে ঘিরে যদি একটি অর্থনীতির যজ্ঞস্থান হিসেবে দেখতে চাই, তাহলে দেশের পরিবহন অবকাঠামোকে সহজ করতে হবে। যাতে করে দেশীয় পর্যটকগণ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন। যে কোনো বৃহৎ স্থাপনা থেকে খরচ তুলে আনার একটি শর্ত হলো- তার সঙ্গে যুক্ত অবকাঠামো। ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকায় পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে। এই বিনিয়োগ উঠে আসতে কতো বছর সময় লাগবে তা এখনই সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে হিসাবের খাতায় মূলধন উঠে আসার সঙ্গে অবশ্যই দেখাতে হবে এই বিশাল অর্থ ব্যাংকে স্থায়ী আমানত করে রাখলে সরকার বছরে কতো সুদ পেতেন। দিনে কতো লক্ষ টাকা টোল আদায় হলো, তার লভ্যাংশ কতো- তার হিসাব কষতে হলেও দেখতে হবে সেতু সংশ্লিষ্টতায় দিনে খরচের খতিয়ান কতো। খবরে বলা হয়েছে যে, প্রথমদিনে আট ঘন্টায় টোল আদায় হয়েছে ৮২ লাখ ১৯ হাজার ৫০ টাকা এবং প্রথম ২৪ ঘন্টায় মোট টোল ফি আদায়ের পরিমাণ ২ কোটি ৯ লাখ টাকা। এদিকে পদ্মা সেতু প্রকল্প সুত্র মতে, চুক্তি অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষ, ৩৫ বছরে সুদসহ ৩৬ হাজার কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়কে পরিশোধ করবেন। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার কারণে জাতীয় জিডিপিতে ১.২ শতাংশ যোগ হবে।

জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হলে বড় বড় স্থাপনা নির্মাণের বিকল্প নাই। পশ্চিমা দেশগুলোতে রয়েছে হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে এবং নানা আকারের সেতু। টোল ফি দিয়ে যান বাহনকে হাইওয়ে প্রবেশ করতে হয়। আবার এক্সপ্রেসওয়ে ঢুকতে হলে নির্দিষ্ট পরিমানে টোল ফি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এভাবেই সরকার সেবাদানের বিনিময়ে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন। পদ্মা সেতুকে নিয়ে সাধারণ মানুষের যে স্বাধীন উচ্ছাস ও উল্লাস- ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন স্বাধীনতা অবশ্যই কাম্য নয়। যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পদ্মার দুই পাড় ঘিরে যতোই পার্ক, হোটেল, শিল্প-কারখানা, আমদানি-রপ্তানি জোন গড়ে উঠুক না কেনো- থাকতে হবে একটি পরিকল্পনা, দিক নির্দেশনা, একটি সুষ্ঠু নীতি। পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য প্রধান মন্ত্রী ও জড়িত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥

একজন ভালো মানুষ হবো

প্রাপ্ত রোজারিও

মানুষ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় মান+হুশ= মানুষ। মান শব্দটির অর্থ হলো আত্মসম্মান এবং হুশ শব্দটির অর্থ হলো জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক। অর্থাৎ একজন ভালো মানুষ আত্মসম্মান নিয়ে সমাজে বসবাস করে এবং সে বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা তার জীবনকে পরিচালিত করে। আমাদের বর্তমান এই সময়ে ভালো মানুষ খুব কম দেখা যায়। শিশু থাকা আবস্থায় আমাদের সকলেরই জীবনের আরেকটি লক্ষ্য থাকে। একজন শিশুকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও? তাহলে সে হয়তো বলবে বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার ইত্যাদি হতে চাই। কিন্তু এই প্রশ্ন করার পরে কোনো শিশুই বলবে না আমি বড় হয়ে একজন ভালো মানুষ হতে চাই। সে হয়তো বড় হয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। এক সময় এই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের বড় একটি অংশ দুর্নীতি বা কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। শিশুটি আর একজন ভালো মানুষ হতে পরলনা। একজন ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো সে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে, সুখে-দুঃখে, বিপদে, সংকটে পাশে থাকবে, আত্মমর্যাদা নিয়ে গর্বের সহিত বাস করবে ইত্যাদি। বর্তমানে আমাদের দেশে বড় একটি সমস্যা হলো জঙ্গীবাদ। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, এই জঙ্গীবাদের সাথে যারা লিপ্ত রয়েছে, তারা হয়তো কোনো ভালো স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। তারা ভালো পড়ালেখা করে জ্ঞান অর্জন করছে আর সেই জ্ঞান দিয়ে সে দেশ ও জাতির ক্ষতি করছে। তাহলে কী লাভ হলো ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করে, পিতা-মাতার স্বপ্নকে নষ্ট করে দেশ ও জাতির সাথে অন্যায় করা? একজন ব্যক্তি অবশ্যই স্বপ্ন দেখবে সে বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বড় কিছু হবে। এর আগে তাকে প্রথমত ভালো মানুষ হতে হবে। কারণ কেউ যদি সামান্য বেতনে চাকরী করেও একজন ভালো মানুষ হয় তবে সে শিক্ষিত অপরাধীর চেয়ে অনেক উত্তম। কারণ সে সমাজে আত্মসম্মান নিয়ে বাস করছে। তাই, প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে স্বপ্ন থাকা উচিত। আর সেই স্বপ্নটি হবে প্রথমত একজন ভালো মানুষ হওয়া॥ ৯

রোদেলা তেরেজা রোজারিও
৩য় শ্রেণি

শ্রাবনে বারিধারা

দিপালী কস্তা

চাপুর টুপুর বৃষ্টি ঝরে সারাদিন সারারাত
ঠিক যেন নামতার বাদলের ধারাপাত
আকাশের বুকটা কেন শুধুই কাঁদছে
বৃষ্টির বারিধারা অঝোরে ঝরছে।
ধোঁয়ামাখা চারিধার প্রাণখোলা বর্ষায়
নদী নালা ঘোলা জলে ভরে যায় তমসায়
বৃষ্টির উৎসবে ঘনঘোর শ্রাবণের
শুরু হয়ে যায় যেন উত্তাল প্লাবনের।
দিকে দিকে জলময় করে শুধু টলমল
অবিরাম একই গান অঝরে কলকর
ধূয়ে যাক পাপতাপ মহাকাল বিশ্বের,
ভিজে যাক রৌদ্রের স্মৃতিটুকু গ্রীষ্মের।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

সুবল গমেজ

স্বপ্নের পদ্মা সেতু
আজ আর তা স্বপ্ন নয়
বাংলাদেশের জনগণের অর্থায়নে
পদ্মা সেতু নির্মিত হয়।
স্বপ্নের পদ্মা সেতু
নির্মানে বিশ্বব্যাংকের বাঁধায়
বাংলাদেশের জনগণকে
ফেলেছিল ধাধায়।
স্বপ্বের পদ্মা সেতুর
কিছু লোকের কটাক্ষ কথা
স্বপ্নের পদ্মা সেতু
স্বপ্নেই রয়ে যাবে তথা।
স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে
বিশ্ববাসী হয়েছে অবাক
স্বপ্নের পদ্মা সেতু হয়েছে
পরম করুণাময় ঈশ্বরেরই ইচ্ছায়।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জুবিলী পালনের আনুষ্ঠানিক লগো উন্মোচন

'আশার তীর্থযাত্রী' মূলসুরকে কেন্দ্র করে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জুবিলীর লগো গত মঙ্গলবার (২৮/৬) তারিখে ভাতিকানের আপস্টলিক প্যালেস সালা রেজিনাতে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে ভাতিকান। বাণীপ্রচার বিষয়ক দপ্তর প্রধান আর্চবিশপ রিনো ফিসিচেল্লা লগো উন্মোচন করে স্মরণ করিয়ে দেন, বেশ আগে থেকেই জুবিলী প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে লগো তৈরির জন্য একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৪৮টি দেশের ২১৩টি শহর থেকে মোট ২৯৪জন এতে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের বয়সসীমা ছিল ৬ থেকে ৮৩ বছর পর্যন্ত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক শিশুরা হাতে এঁকে লগো পাঠায়, যা তাদের সরল বিশ্বাস প্রকাশ করে। ১১ জুন আর্চবিশপ রিনো ৩টি ছবি পুণ্যপিতার কাছে প্রেরণ করেন। বেশ কয়েকবার দেখার পর পোপ ফ্রান্সিস জাকোমো ট্রাভিসানির অংকিত ছবিটিকে লগোর জন্য নির্বাচিত করেন। । বিজয়ী লগোটি পৃথিবীর চার কোণ থেকে সমস্ত মানবতাকে নির্দেশ করার জন্য চারটি শৈলীযুক্ত চিত্র দেখায়। শৈলীগুলো পারস্পরিক আলিঙ্গনবদ্ধ, যা সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব নির্দেশ করছে এবং মানুষকে অবশ্যই একতাবদ্ধ করছে। প্রথম প্রতীকটি ক্রুশকে আকড়ে আছে। নীচের তরঙ্গগুলোর ছিন্নভিন্নতা প্রকাশ করছে জীবনের তীর্থযাত্রা সবসময় শান্ত জলের ন্যায় নয়। কেননা প্রায়শই ব্যক্তিগত ও বিশ্ব ঘটনাবলী একটি বড় আশার অনুভূতির জন্য আহ্বান জানায়। লগোতে ক্রুশটির নীচের অংশটি একটি নোঙ্গর হয়ে দীর্ঘায়িত হয়, যা তরঙ্গের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। নোঙ্গরগুলি প্রায়শই আশার রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঐতিহাসিক ঘটনা: ব্রাদার পল ব্যানার্জিক, সিএসসি পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে নির্বাচিত

কাথলিক মণ্ডলীতে এই প্রথম একজন সন্ন্যাসব্রতী-ব্রাদার, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী-ব্রাদারদের মিশ্র সন্ন্যাস-সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে নির্বাচিত হলেন। মণ্ডলীতে যে সকল সন্ন্যাস-সংঘগুলো যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী-ব্রাদারগণ একত্রে বসবাসের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর সুপিরিয়র জেনারেল ইতোপূর্বে কখনো একজন সন্ন্যাসব্রতী-ব্রাদার-কে নির্বাচিত করা যেতো না ভাতিকানের পোপীয় দপ্তরের বিধি-নিষেধের জন্য বা মণ্ডলীর 'ক্যানন বা আইনে' ছিলনা। পুণ্য পিতা মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের অনুমোদন ক্রমেই এবং সংঘের মহাসভায় নির্বাচিত হয়ে ব্রাদার পল সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস তাঁর অনুমোদন-বাণীতে বলেছেন, "আমি পবিত্র বাইবেলে এমন কোন প্রতিবন্ধকতা খুঁজে পাই না যা একজন সন্ন্যাসব্রতী-ব্রাদারকে তার নিজের সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল হতে বাধা দেয়, কারণ আমরা সকলেই একই দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছি।" ব্রাদার পল ব্যানার্জিক সিএসসি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের নিউহ্যাভেন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রেজুয়েট হন এবং একই খ্রিস্টাব্দে হলি ক্রশ ব্রাদার হওয়ার জন্যে ব্রাদারদের সাবেক ইন্টার্ণ প্রভিন্সে যোগদান করেন। ব্রাদার হিসেবে তিনি হলিক্রস ব্রাদার সংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ব্রাদার পল *National Religious Vocation Conference (NRVC)*-এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা থাকাকালীন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংঘ-মহাসভায় তাকে সংঘের *First General Assistant and Vicar* নির্বাচন করা হয়। তিনি বিগত ৬ বছর যাবৎ এই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ব্রাদার পল পবিত্র ক্রুশ সংঘের মরো সংঘ-প্রদেশের (অস্টিন, টেক্সাস) এর একজন সদস্য। ব্রাদার পল ছাড়াও ইণ্ডিয়া থেকে ফাদার ইম্মানুয়েল সিএসসি ও বাংলাদেশ থেকে ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি জেনারেল কাউন্সিলর হিসেবে হিসেবে নির্বাচিত হন। তাদেরকে অভিনন্দন জানানোর সাথে সাথে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ কামনা করি॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ

পদসমূহ: প্রভাষক - বাংলা, ইংরেজী, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিত।

যোগ্যতা : প্রার্থীকে ০৪ বছর মেয়াদী সন্মানসহ মাস্টার্স ডিগ্রীধারী হতে হবে। শিক্ষাস্তরের যে কোন ক্ষেত্রে ন্যূনতম **২য় বিভাগ/শ্রেণি বা জিপিএ/সিজিপিএ ৩.০০** থাকতে হবে । কলেজে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা ও এনটিআরসিএ থাকা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, কলেজের নিজস্ব বিধি ও বেতন স্কেল মোতাবেক নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধুমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হবে। আগামী **৩১-০৭-২০২২** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি ও ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ নিম্নের ঠিকানায় সরাসরি, কুরিয়ার বা ডাকযোগে আবেদন পৌঁছাতে হবে।

অধ্যক্ষ

নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ
পি.ও বক্স-৩৬, বাড়েরা, ময়মনসিংহ-২২০০
ফোন: ০১৮১৪৬৩৩১১১, ০১৯৮৭০০৯১০০

বিজ্ঞ/২০৩/২২

খ্রিস্টান সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের ৫ম জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিস্টার মেরী মিতালী ▯ বিগত ২৩-২৪ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বিশপীয় খ্রিস্ট- ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের আয়োজনে ৫ম বারের মত দু'দিন ব্যাপী এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বনপাড়া ধর্মপল্লীতে। সকাল ৯টায় প্রারম্ভিক প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই কর্মশালা শুরু হয় যার মূলভাব ছিল "শান্তি স্থাপনে ও টেকসই উন্নয়নে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ"। বরণ নৃত্যের পর অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পরিচয় তুলে ধরেন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার ৮টি ধর্মপল্লী হতে মোট ৬১ জন খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ (২৯ জন নারী নেত্রী, ২ জন সিস্টার, ২ জন ফাদার ও ২৮ জন নেতা) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে স্বাগতিক বক্তব্য প্রদান করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন উক্ত ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা। ফাদারগণ সবাইকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানান এবং সবাইকে উৎসাহিত করেন প্রোগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য। এরপর কমিশনের সেক্রেটারী থিওফিল নকরেকের উদ্বোধনী বক্তব্যর মধ্যদিয়ে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর কমিশনের আহ্বায়ক রেবেকা কুইয়া কর্মশালার উদ্দেশ্য সহভাগিতা করেন।

কর্মশালার প্রথম অধিবেশনে 'শান্তি স্থাপনে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ' **এই** বিষয়ের উপর এক জোরালো বক্তব্য রাখেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা। তিনি বলেন, দেশ ও জাতির প্রেমের মধ্যেই প্রকৃত নেতা গড়ে ওঠে। তিনি পোপ ৬ষ্ঠ পল এর উক্তি তুলে ধরে বলেন, 'শান্তির পথে চলা মানেই প্রকৃত নেতৃত্ব'। ২য় অধিবেশনে - **"সামাজিক কার্যক্রমে আর্থিক ব্যাবস্থাপনা" (বিবাহ, গায়ে হলুদ, অভিষেক, চল্লিশা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সাক্রামেন্তীয় অনুষ্ঠান, ইত্যাদি আলোকে) এই বিষয়ের উপর** অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য রাখেন থিওফিল নকরেক এবং **"টেকসই উন্নয়নে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ"** (এসডিজি এর আলোকে) এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন রাজশাহী কারিতাসের আঞ্চলিক পরিচালক সুক্লেস জর্জ কস্তা। অতপর প্যানেল আলোচনা ও মত বিনিময় সভা, দলীয় আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন এবং মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়। কর্মশালা মূল্যায়ণের দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের অফিস সেক্রেটারী সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ।

বিশপীয় খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ দেশের বাইরে অবস্থান করাতে এই জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত থাকতে পারেনি। তবে তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন, সবার মঙ্গল কামনা করেছেন এবং এই ৫ম জাতীয় কর্মশালা শুভ কামনা করেছেন।

সবশেষে শ্রদ্ধেয় ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী অংশগ্রহণকারী, জাতীয় কমিশন এর সদস্য-সদস্যা এবং সর্বপরি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে উক্ত কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

কমলাপুরে অলৌকিক কর্মবীর সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন

ঈশিতা রোজারিও ▯ খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ বলেন, সর্বগুণের আধার এই সাধু ছিলেন ঐশ ও মানব প্রেমি। তিনি ছিলেন মঙ্গলসমাচার প্রচারক, নিঃস্ব অসহায় মানুষের বন্ধু, রোগীদের সুস্থতাকারী এক মহান সিদ্ধপুরুষ। হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়া, চাকুরীরর জন্য প্রার্থনা, নিঃসন্তান মায়েদের সন্তান চেয়ে প্রার্থনা, পরিবারে শান্তি, পরীক্ষার সময় ভালো ফলাফল প্রত্যাশাসহ আরো অনেক প্রার্থনাই ভক্তজন সাধু আন্তনীর কাছে করে থাকেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ মনে করেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তাদের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কোন প্রার্থনাই বিফল হয় না।

পর্বের প্রস্তুতিস্বরূপ নয় দিনব্যাপী নভেনা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। দিনটিকে সফল করার জন্য বিভিন্ন কমিটি তাদের দায়িত্ব পালন করে নিরলস পরিশ্রম করেন। খ্রিস্টযাগের পর আর্চবিশপের কমলাপুরে আগমন উপলক্ষে বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনার শুরুতে আর্চবিশপকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী এবং কমলাপুর যুব সমিতির পক্ষ থেকে দু'টো স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন আর্চবিশপ। চার গ্রামের, ধরেণ্ডা ক্রেডিট ও মিশন ছাত্রীবাসের মেয়েদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। সবার মধ্যে আশীর্বাদিত খিচুরী বিতরণ করা হয়॥

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তঃধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতি চর্চা বিষয়ক সেমিনার

তানজিনা শহিদুল্লা ▯ বিগত ১২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দে নাগরী ধর্মপল্লীর জ্যোতি ভবনে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভাওয়াল অঞ্চলের ৮টি হাইস্কুল ও কলেজের সম্মানিত শিক্ষকগণ নিয়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশন ও ভাওয়াল আঞ্চলিক পরিষদের যৌথ আয়োজনে এক আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন আর্চ বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, পাল পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশনের আহ্বায়ক জ্যাতি এফ গমেজ, সেক্রেটারী সিস্টার বীনা খ্রীষ্টিনা রোজারিও এসএমআরএ, কারিতাস আঞ্চলিক পরিচালক জ্যোতি গমেজ। সেমিনারে বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোজাম্মেল হক, মাখন চন্দ্র মন্ডল এবং ভাওয়াল অঞ্চলের ৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১৪৫ জন শিক্ষক।

ইসলাম ধর্মের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন সেন্ট নিকোলাস হাইস্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক জনাব মোজাম্মেল হক। তিনি প্রথমে ভ্রাতৃত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়টি তুলে ধরেন। ইসলাম ধর্ম অনুসারে ভ্রাতৃত্ব ও পবিত্র কোরান এর বিভিন্ন আয়াত এনে ব্যাখা করেন। এরপর হিন্দু ধর্মের আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন সেন্ট মেরীস গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক জনাব মাখন চন্দ্র মন্ডল। সনাতন ধর্মের দৃষ্টিতে তিনি ভ্রাতৃত্ব কি? বিশ্ব ভ্রতৃত্ব কি, তা আলোচনা করেন। তার বক্তব্যে অনুশীলন, ত্যাগস্বীকার, সেবা, ক্রিয়া ও সাধন জীবন বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

খ্রিস্টধর্মের আলোকে বক্তব্য রাখেন আর্চ বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি সম্প্রীতি বলতে প্রতিবেশী সুলভ আচরণকে বুঝিয়েছেন, সংলাপ বলতে বলেছেন সময় ও ধৈর্য নিয়ে অন্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। ধর্মের কারণে যুদ্ধ বেশি হয়েছে। তিনি বলেছেন ধর্ম মৌখিক নয়, অন্তরের বিষয়। মানুষ সম্পর্কে তিনি বাস্তব সম্মত কিছু উক্তি দিয়েছেন। যেমন - পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টি তুলে ধরেন। মানবতার শ্রেষ্ঠ মানব মাদার তেরেজার উদাহরণ তুলে ধরেন। বক্তব্যের পরে শিক্ষকগণ ১০টি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় কাজে অংশগ্রহণ করেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

সিনোড চার্চ

পিউস ডি কস্তা ▯ গত ১৭ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে পালকীয় সম্মেলন, মিলনধর্মী মণ্ডলী (Synod Church) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূলভাব ছিল "একটি মিলনধর্মী মণ্ডলীর জন্য: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্ব"। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি। ধর্মপল্লী ও উপ-ধর্মপল্লী থেকে বিভিন্ন স্তরের শিশু, যুবক-যুবতী, দম্পতি, পালকীয়

পরিষদের সদস্যগণ, সিস্টার ও পুরোহিতগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ, শুভেচ্ছা ও স্বাগত বক্তব্য, মূল অধিবেশনের উপর সহভাগিতা, দলীয় আলোচনা, পরিকল্পনা ও রিপোর্ট পেশ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন॥

ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীতে সেবক দলের সেমিনার

ডিকন মানুয়েল চাম্বুগং ▯ গত ১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীতে সেবক দলের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এ সেমিনার শুরু হয়। ডিকন মানুয়েল চাম্বুগং উপস্থাপন করেন সেবকদল কি, তার কাজ ও লক্ষ্য কি। তাছাড়াও তিনি গল্পের মাধ্যমে পবিত্র বাইবেলের ও খ্রিস্টধর্মের নৈতিকশিক্ষা শিশুদের মাঝে তুলে ধরেন। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর সেমিনারীয়ান মুকুট বিশ্বাস ও রিপসন ক্রুশ কিভাবে বেদী সেবক হতে হয় তা অনুশীলন করান। মাঝে মাঝে গান ও ছড়া শিখানোর মাধ্যমে সেমিনারটি প্রাণবন্ত রাখেন সিস্টার সেলেস্টিনা পিমে ও সেমিনারীয়ানগণ। সেবক দলের সেমিনারের আয়োজক পাল-পুরোহিত ফাদার প্রবেশ রাংসার শেষ বক্তব্য দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়। উক্ত সেমিনারে একজন ফাদার, একজন ডিকন, একজন সিস্টার, দুজন সেমিনারীয়ান, একজন এনিমেটর ও ৫১ জন ছেলে-মেয়েসহ মোট ৫৭ জন অংশগ্রহণ করেন॥

জমি বিক্রয়

ভাদুন ধর্মপল্লী অন্তর্গত মেট্রোপলিটান হাউজিং সোসাইটির ৪নং প্রজেক্টের ৯ নং প্লট যার পরিমাণ ৯.১৫ শতাংশ বা ৫.৯৩ কাঠার ভিটি জমি সম্পূর্ণ বর্গাকার এবং অরিজিনাল শতবর্ষের ভিটি। বালু দিয়ে ভরাট নয়। তিন ফুট উচ্চতার বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়া এবং প্লট থেকে দুই দিক দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। মেইন রোড থেকে পাঁচশত মিটারের দূরত্বে।

বি:দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনে বর্তমান বাজার দরের চেয়ে কম দামেই ছেড়ে দেয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

০১৬৩৫২৮১১৩৩, ০১৬৪৭৭০১২৩৪

বিজ্ঞ/২০১/২২

হয়েছে মিলন, করেছি অংশগ্রহণ এবার যাব প্রেরণ-দায়িত্বে

ববী রিবেরো

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সম্মেলনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, আমার ধর্মপল্লী মোহাম্মদপুরের পুরোহিতদ্বয় ডেভিড গমেজ আর লুক কাকন কোড়াইয়ার মানুষ ধরার জালে আটকা পড়ে। তাঁদের বিচক্ষণতা ও পারদর্শীতার কাছে আমার মতো চুনোপুটিও ছাড় পেল না।

সম্মেলনের মূলসুর, "মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব" এর উপর সহভাগিতা করলেন যে এগারো জন, তারা যেন ভিন্ন জাতের সুবাসিত এগারোটি ফুল;

গেঁথেছি তাদের এক মালাতে পড়াব বলে পরিবার গুলোতে, ফুলের সুবাস আর সৌন্দর্য খুব বেশি শোভা পায় যে জায়গাতে। পড়াব মালা পরিবার গুলোতে, ছড়াবে তারা সুবাস আর সৌন্দর্য একে একে পৃথিবী জুড়ে।

পালকীয় সম্মেলন চেতনা জাগিয়েছে চলমান বাস্তবতার সাথে, উপলব্ধিতে নাড়া দিয়েছে, আমাকে নিয়ে স্রষ্টার পরিকল্পনা। অর্থ নয়, সম্পদ নয়, সম্মানও নয়; হিংসা নয়, অসততা নয়, নয় বিবাদ বিভাজন, খ্রিস্টের আদর্শের যে প্রকাশ ঘটেছে, ভালোবাসায়, তারই সন্ধান মিলেছে আজ-পোপ মহোদয়ের আহ্বানে, যা অনুসরণ করে যাচ্ছেন আমাদের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই আমাদের মাঝে মিলন ঘটিয়ে, আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে আর প্রেরণ-দায়িত্বে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। যাব এবার এথায়-হেথায়, পবিত্র আত্মা সঙ্গে আছেন, ভয় করি না কিছু।

খ্রিস্ট যিশুর ভালোবাসা উজ্জীবিত করেছে আমায়, ভালোবেসে জীবন দিয়েছেন তিনি, ক্ষমা শিখিয়ে আমায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তিনিই, মৃত্যুরে করেছেন জয়, পুনরুত্থানের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে বিরাজমান তথায়।

বিজ্ঞ/১৯৬/২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ২৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ২৫
Regd. No. DA-33
❖ 10 - 16 July, 2022, ২৬ আষাঢ় - ১ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

"সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল" ঢাকা আর.সি. নির্বাচন-২০২২

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, "সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল" ঢাকা রিজিওনাল কাউন্সিল (ঢাকা আর.সি) এর নির্বাচন বিগত ১০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সকাল ১১.০০টায় সেন্ট প্যাট্রিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ১২/৪ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ঢাকা ও গাজীপুর জেলার আঠারোগ্রাম, ভাওয়াল ও ঢাকা মেট্রোপলিটন এর বিভিন্ন কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী/প্রতিনিধি হিসেবে ৪০ জন ভিনসেনসিয়ান ভাইবোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা রিজিওনাল কাউন্সিল (ঢাকা আর.সি) এর নবনির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের নামের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	নব নির্বাচিত বোর্ড মেম্বারদের নাম	পদবী
১.	ব্রাদার জন পিরিজ	প্রেসিডেন্ট
২.	ব্রাদার ডমিনিক রঞ্জন গমেজ	ভাইস প্রেসিডেন্ট
৩.	ব্রাদার চয়ন ষ্টিফেন রোজারিও	সেক্রেটারী
৪.	সিস্টার হেলেন গমেজ	সহকারী সেক্রেটারী
৫.	সিস্টার লুসি প্রভা রোজারিও	ট্রেজারার
৬.	সিস্টার নিলু বিশ্বাস	সহকারী ট্রেজারার
৭.	ব্রাদার জেমস মুকুল হালদার	অর্গানাইজার সেক্রেটারী
৮.	সিস্টার রোজলীন পিরিজ	নারী প্রতিনিধি
৯.	সিস্টার টিনা গমেজ	নারী প্রতিনিধি
১০.	ব্রাদার সামুয়েল মন্ডল	যুব প্রতিনিধি
১১.	ব্রাদার শিশির রোজারিও	যুব প্রতিনিধি

ঢাকা রিজিওনাল কাউন্সিল এর সম্মানিত উপদেষ্টাগণ হলেন ১. ব্রাদার খ্রিষ্টফার গমেজ ২. ব্রাদার ব্রুনু ডায়েস ৩. ব্রাদার সুনীল গমেজ ৪. ব্রাদার রবার্ট বিশ্বাস ৫. ব্রাদার মার্ক পেরেরা ৬. সিস্টার আন্না গমেজ ।

ব্রাদার জন পিরিজ
প্রেসিডেন্ট, ঢাকা আর. সি.

ব্রাদার চয়ন ষ্টিফেন রোজারিও
সেক্রেটারী, ঢাকা আর. সি.

বিজ্ঞ/১৯৯/২২

পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট ক্রুশ

- ☐ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ☐ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ☐ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ☐ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ☐ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ☐ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ☐ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ☐ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ☐ যুগে যুগে গল্প
- ☐ সমাজ ভাবনা
- ☐ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ☐ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ☐ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ☐ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ☐ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ☐ সলতে
- ☐ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫	হলি রোজারি চার্চ তেজগাঁও, ঢাকা	সিবিসিবি সেন্টার ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা	নাগরী পো: অ: সংলগ্ন গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org